Vol. 45 | No. 1 | 2001

Check for updates

# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

## বাঙালা লিপির উৎস চরিত্র ও প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে তন্ত্র-সাহিত্য

| | |
|---|---|
| Volume | 45 |
| Issue | 1 |
| Year | 2001 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | ড. এস. এম. লুৎফর রহমান |
| Published online | October 1, 2001 |
| DOI | 10.62328/sp.v45i1.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v45i1.1 |
| Pages | ৫-৬০ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# বাঙালা লিপির উৎস চরিত্র ও প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে তন্ত্র-সাহিত্য

ড. এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান●

প্রথমেই বলা আবশ্যক— যে-সব লিপি-বিশারদ 'বাঙালা'-লিপির উৎস নির্ণয়ে সচেষ্ট হ'য়েছেন, তাঁরা কেউ-ই এই লিপি নামটির আদি রূপ এবং পরবর্তী ধারাবাহিক নামোল্লেখ, পুঁথি-পত্রের কোথায় কিভাবে পাওয়া যায়, তা সন্ধান করেননি। অথচ তা অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক। এ কারণে সবার আগে 'বাঙালা' লিপি নামক কোন লিপির উল্লেখ সাংখ্যযোগী-তান্ত্রিকদের কিংবা অন্য কোন 'বাঙালা ' ভাষী ধর্ম-সম্প্রদায়ের 'বাঙালা বা সংস্কৃত' রচনায় মেলে কিনা— তা দেখা হবে।

আলোচ্য বিষয়ে যতটা অনুসন্ধান করা সম্ভব হ'য়েছে, তা থেকে দেখা যায়, 'বাঙালা' লিপি, 'বাংলা' লিপি বা 'বঙ্গ' লিপি শব্দগুলো নেহাৎ-ই আধুনিক। দু'শ বছর আগেও এসব শব্দ কোন অমুসলিম কবি-লেখকের রচনায় কিংবা শিলালিপি-তাম্রলেখাদিতে ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন অমুসলিম-ই উক্ত লিপি-নামের কোনটি, কখনও ব্যবহার ক'রেছেন কিনা সন্দেহ। তবে "বঙ্গের লিপি" কথাটি বহু প্রাচীন। তার নজীর "ললিত বিস্তর-'এ লাভ করা যায়। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় দেব নাগরী অক্ষরে লিখিত।* বিদ্বানদের মতে এটি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের রচনা।** গৌতম বুদ্ধের জীবন-কথা ভিত্তিক এই 'জাতক' গ্রন্থটিতে বুদ্ধদেবের শৈশবকালের শিক্ষালাভের কাহিনী বর্ণনা ক'রতে গিয়ে চৌষট্টিটি লিপির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ বিবরণের তৃতীয় নামটি 'বঙ্গলিপি'। হিউয়েন সাং-এর মতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম ৮৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে।*** তাহ'লে খৃষ্ট জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগেও "বঙ্গলিপি"র অস্তিত্ব ছিল ব'লে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

---

টীকা * তবে অন্য লিপিতেও গ্রন্থটি পাওয়া গেছে।

** মতান্তরে প্রথম শতকের।

*** আধুনিক মতে খৃঃ পূ. ষষ্ঠ শতকে।

● প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

'বঙ্গলিপি'র প্রাচীন উল্লেখ, এই একটি মাত্র গ্রন্থে নয়, আরও প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সে-সব গ্রন্থ জৈন-বৌদ্ধ বিদ্বানদের লেখা। দেওয়ান গোলাম মোর্তজা লিখেছেন— "ললিত বিস্তর নামক প্রাচীন বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ এবং 'সমথায়াঙ্গ সূত্ত' ও 'ভগবতী সূত্ত' ইত্যাদি জৈন গ্রন্থাদিতে ভারতে প্রচলিত অনেকগুলি লিপির নাম-তালিকা পাওয়া যায়। ঐ সব গ্রন্থ-তালিকার প্রায় সব ক'টিতেই লিপি-তালিকার চার অথবা পাঁচ নম্বর নাম হিসেবে "বঙ্গলিপি'র নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।---- ঐ সব বৌদ্ধ জাতক ও জৈন সূত্র গ্রন্থাদির রচনা-উৎকর্ষ যুগ ছিল, সুঙ্গ বংশীয়রা ভারতের রাজপাটে আসার আগ পর্যন্ত। এ সময়কালটি খ্রীষ্ট পরবর্তী ৭ম ও ৮ম শতকের অনেক আগে।" ইতিহাস থেকে জানা যায় সুঙ্গ বংশীয়- রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে।

যাহোক ঐ সময় থেকে খৃষ্টীয় আঠারো শতক অবধি কোন সংস্কৃত বা বাঙালা রচনায় অমুসলমানরা "বঙ্গলিপি" বা 'বাঙালা' লিপি নাম কেন লেখেননি তা বিস্ময়কর হ'লেও অকারণ নয়। সে-কথা পরে আলোচনা করা হবে।

তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। তাহ'ল অন্যত্র আলোচিত 'শারদা তিলক' গ্রন্থের যে তিনটি লিপিচিত্র এ রচনায় মুদ্রিত হয়েছে,* তার মধ্যে গ-সংখ্যক চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, নিচেয় ক্যাপশান লেখা "ভূতলিপি মন্ত্র"। অনুস্বার-বিসর্গের সম্পর্কহীন খাঁটি 'বাঙালা' লিপিয় অব্যাখ্যেয় বিন্যাস দ্বারা তৈরি এই লিপি-চিত্রের লিপিকে "ভূতলিপি" বলা হ'ল কেন, সে প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। তার জবাব হিসেবে বলা যেতে পারে, তখন হয়তো এ-লিপির নাম লোকে জানত না কিংবা ভুলে গিয়েছিল। সেন আমলের দু'শ বছরের নির্যাতনে-নিষ্পেষণে বৌদ্ধ সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি তো আগেই ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে ধ্বংস হ'য়েছিল তাদের ভাষা-লিপি ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশীয় ভাষালিপি হিসেবে 'বাঙালা' ভাষা ও 'বাঙালা' লিপির প্রকাশ্য চর্চা তখন একেবারেই ছিল না। সংস্কৃত ভাষাই ছিল তখনকার শিক্ষিতজনের ভাষা। তাই "ভূতলিপি" অর্থে প্রাচীন লিপি, অনামা লিপি বা 'তন্ত্রমন্ত্রে'র লিপি বোঝানো হ'য়েছে ব'লে মনে করা যেতে পারে। ভাওয়ালের চণ্ডালদের মধ্যে চালু গোপন লিপি— তথাকথিত "চাষাড়ে ব্রাহ্মী"র মতই 'ভূতলিপি' নামধেয় ঐ "বঙ্গলিপি" যে, তখন চণ্ডী উপাসক হিন্দু তান্ত্রিকদের মধ্যে গোপনে চালু ছিল, তার আরও প্রমাণ আছে। সেজন্য "গোপন লিপি" বা "গুপ্ত লিপি" অর্থেও "ভূতলিপি" বলা হ'য়ে থাকতে পারে। সেন রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ঐ সময়ে মুসলিম রাজশক্তি এদেশে কায়েম

* ডান পাশের লিপিচিত্র দেখুন।

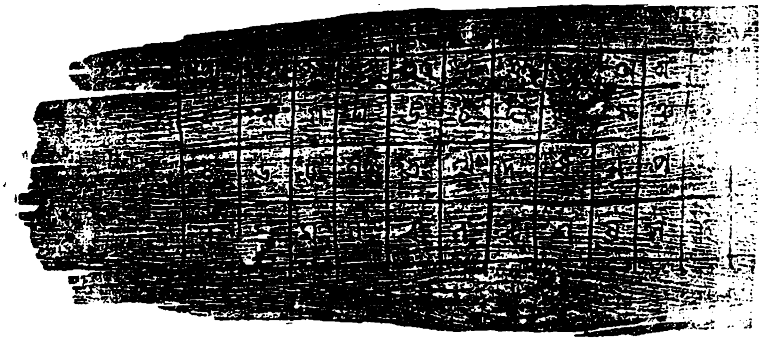

চিত্র—ক

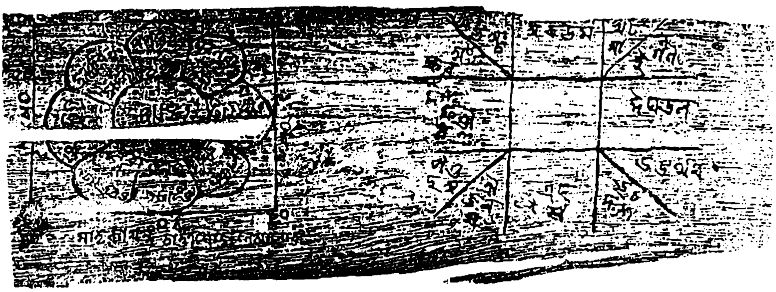

চিত্র—খ

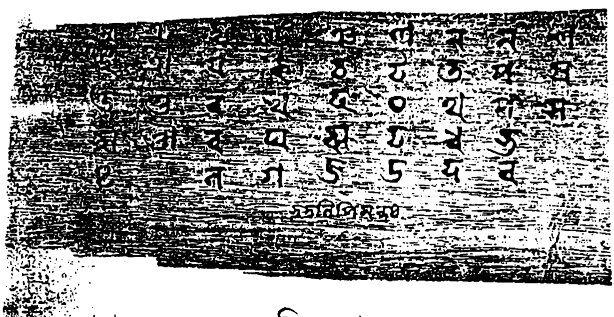

চিত্র—গ

এ চিত্র সমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি শালায় সংরক্ষিত "শারদা তিলক" নামক লিপি থেকে গৃহীত। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় বাঙালা অক্ষরে লেখা এক খানি তান্ত্রিক পুথি। নম্বর-৪৬০৮।

না হ'লে "শারদাতিলক" গ্রন্থের মত আরও যে সব তন্ত্রগ্রন্থ এ-কালের হাতে এসে পৌঁছেছে, তা হয়তো মিলত না। মিলত না 'বাঙালা' লিপির বিশেষ কোন চিহ্ন কিংবা বাঙালা ভাষার নিশানা-নজীর। 'শারদা তিলক'-এর "ভূতলিপি" তাই ব্রাহ্মণদের নির্যাতনের ভয়ে রাখা "বঙ্গলিপি"র-ই নাম। তা স্পষ্ট।

'বাঙালা' লিপি বা 'বঙ্গলিপি' যে পাল-পূর্ব যুগে বিধ্বস্ত হয় এবং পাল যুগে উদ্ধার পায়, তারপর আবার সেন যুগে 'বিলুপ্ত' হ'য়ে, মুসলিম আমলে আত্মপ্রকাশ করে, তার একটি চমৎকার রূপক বর্ণনা সেকালের তান্ত্রিকরাই তাঁদের রচনায় রেখে গিয়েছেন। তাঁরা সংগত কারণেই লিপির নাম উল্লেখ না ক'রে সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত (দেব নাগরী) অক্ষরে 'বাঙালা' বর্ণমালার উদ্ধার লাভের কথা "বর্ণোদ্ধার তন্ত্র" নামক সংস্কৃতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। এ গ্রন্থে তাঁরা মূল ধর্মতত্ত্বের ওপর যথেষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদী তত্ত্বদর্শনের ও দেবদেবতার প্রলেপ জড়িয়ে বর্ণিত অক্ষরের নামোল্লেখ না ক'রে 'বাঙালা অক্ষরের'-ই ধর্মতাত্ত্বিক মহিমা ব্যক্ত ক'রেছেন। তাঁরা "কামধেনুতন্ত্র" নামক অপর একখানি তন্ত্রগ্রন্থে এক-ই ভাবে "বাঙালা লিপি"র আদৌ নাম উল্লেখ না ক'রে, প্রত্যেকটি অক্ষরের সুস্পষ্ট আকার, কথায় বর্ণনা ক'রেছেন। যদিও তন্ত্রকার লিপির নাম-পরিচয় দেননি। তথাপি তাঁর বিবৃত পঞ্চাশটি বর্ণই যে, বাঙালা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ; তাতে কোন সন্দেহ নেই। "প্রাণ-তোষিণী" নামক অপর একখানি তন্ত্রগ্রন্থে এই দু'খানি গ্রন্থের ধর্মতাত্ত্বিক বিবরণ ও আকার সম্পর্কীয় বিবরণ একত্রে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

এখানে বলা দরকার যে, 'প্রাণতোষিণী'র লেখক রূপক কাহিনীর মাধ্যমে অনামা 'বাঙালা' লিপি উদ্ধারের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা হ'ল— 'দেবগুরু বৃহস্পতি আদি অক্ষরের নির্মাণকর্তা। ইনি অবশ্য আর্যদেবতা তথা ব্রাহ্মণ-দেবতা। কিন্তু সেই অক্ষর লোকে ভুলে গেলে বা বিলুপ্ত হ'লে, তা উদ্ধার করেন অন্-আর্য দেবতা শিব। তন্ত্রমতে, যদিও শিব অপেক্ষা শক্তি-ই শ্রেষ্ঠা; তিনি-ই সকল সৃষ্টির আদিকর্ত্রী। শিব লিখতে, আদিতে যে হ্রস্ব-ই লেখা হয়, সেই হ্রস্ব-ই 'শক্তি'। ঐ 'শক্তি' ব্যতীত 'শিব' 'শব'— মাত্র। তাই তান্ত্রিকদের বক্তব্য 'শিব আছেন, তিনি মাথায় থাকুন, কিন্তু আমরা শক্তির-ই পূজা ক'রব।' তন্ত্রধর্ম ও তান্ত্রিক সমাজে শক্তির এতখানি গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অক্ষর বা 'বর্ণ' কিভাবে উদ্ধার পেল, তা তিনি শিবের নিকট জিজ্ঞেস করেন। শিবের এই বিজ্ঞতা এবং 'আদ্যা'-র মূর্খতা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সময়টা তখন পুরুষ প্রধান আর্যব্রাহ্মণদের অনুকূলে এবং শাক্তযোগী-তান্ত্রিকদের প্রতিকূলে। তখন ধর্মে বা সমাজে, সাহিত্যে; কার সাধ্য 'পুরুষশক্তি'(ব্রাহ্মণদের শক্তি) অস্বীকার ও উপেক্ষা করে; আর 'নারীশক্তি'-(শাক্ত-তান্ত্রিকদের নারীশক্তি)র মহিমা বর্ণনা করে?

এ কারণে 'প্রাণ-তোষিণী'র লেখক সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন— "সে-সব (বর্ণ) লেখার ধরন সম্পর্কে 'বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে' প্রথম পটলে ভগবতী প্রশ্নকারিণী এবং শিব উত্তরদাতা।

(ভগবতী)ঃ 'তুমি (বর্ণ সম্পর্কে) "বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে'র বক্তব্য বল; আমি শুনব।' পঞ্চাশ মাতৃকা (বর্ণ) নিত্য সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপিণী। আনুক্রমিকভাবে, (শিব) অতঃপর সমস্ত 'বর্ণ' লেখার ধরন বর্ণনা ক'রেছেন। এভাবে (পৃথিবীতে লেখা শুরু হবার) আগেই তিনি (শিব) ভবিষ্যৎ (বর্ণ-লেখার রীতিকে) পরিস্ফূট ক'রে তোলেন।"

এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, আজকের দিনে ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও চিন্তা-চেতনার চাপে বাঙালা সাহিত্য ও ভাষার বিশেষজ্ঞদের প্রায় সব কিছুর-ই উৎস হিসেবে বেদ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মাবর্ত বা আর্যাবর্ত, ব্রাহ্মী ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে, ঐ সব থেকে আলোচনা শুরু ক'রতে হয়। সেন-বর্মন আমলেও তা ক'রতে হ'ত ব'লে, "বিদ্বান" ব'লে পরিচয় দিতে চাইলে— "সংস্কৃত" ভাষায়, "নাগরী" লিপিতেই সবকিছু লিখতে হ'ত। আর সব কিছুর উৎস হিসেবে স্বীকৃতি জানাতে হ'ত– ব্রাহ্মণদের দেব-দেবতার। তাই 'বাঙালা' বা 'বঙ্গলিপি'র নাম এড়িয়ে ঐ লিপি ব্রাহ্মণদের দেবগুরু বৃহস্পতির সৃষ্টি ব'লে স্বীকৃতি জানাতে হ'য়েছে এবং অনুকূল পরিবেশ না থাকায়, সে-অক্ষর শিব উদ্ধার ক'রেছেন, এ কথাও লেখা সম্ভব হয়নি। তার বদলে গল্পের মোড়কে "বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে" যা লেখা আছে শিবকে তা বর্ণনা ক'রতে বলা হ'য়েছে। শিব তাই বর্ণনা দানকারী মাত্র। বর্ণের উদ্ধার কর্তাও নন। কারণ কর্তৃত্ব তখন অন্য ধর্মের, অন্য জাতির।

এই স্ববিরোধী ছোট্ট গল্পটির ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। সে সম্পর্কে সচেতন থেকে এবার 'বর্ণোদ্ধার তন্ত্র' ও 'কামধেনুতন্ত্রে' বর্ণিত একটি অনামা লিপির স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আকারাদি তত্ত্বের পরিচয় কি— তা পরীক্ষা করা হবে।

## 'বর্ণোদ্ধার তন্ত্র' ও 'কামধেনু তন্ত্রে' বর্ণিত 'অনামা' লিপি-ই কি 'ললিতবিস্তরে' উক্ত আদি "বঙ্গের লিপি"?

'বাঙালা' লিপির অজানা ইতিহাস অনুসন্ধানে এবার পূর্বোক্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'বর্ণোদ্ধার তন্ত্র' ও 'কামধেনু তন্ত্রে'র দিকে নজর দিতে হবে। কারণ ঐ দু'টি রচনায় যে-লিপির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকারগত বিবরণ র'য়েছে তা কৌতূহলজনক। সে বর্ণনা পাঠ ক'রলে, লেখক যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'বাঙালা' 'বর্ণমালা'র-ই প্রতিটি বর্ণের রূপের বিবরণ দিয়েছেন, তা-ই মনে হয়। লেখকদ্বয় কেবল বর্ণিত অক্ষরের আকার নয়, তার ধর্মতত্ত্ব, দেবদেবী প্রভৃতি সম্পর্কেও উল্লেখ ক'রেছেন।

নিম্নে 'প্রাণ-তোষিণী' নামক তন্ত্রের ভিত্তিতে ঐ দুই রচনায় বিবৃত নামোল্লেখহীন লিপির 'স্বর' ও 'ব্যঞ্জনবর্ণে'র ধর্মীয় মহিমা, আকারগত বিবরণ এবং 'বাঙালা' ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী প্রাচীন লিপির সঙ্গে তার তুলনা উপস্থাপন করা হ'ল।

## স্বরবর্ণের মহিমা, আকার, তুলনা ও অধিপতি দেবতা

### ১. স্বরবর্ণ

**১. ক. কামধেনুতন্ত্রে (প্রথম পটলে)— 'অ'**

"শৃণু তত্ত্বমকারস্য অতি গোপ্যং বরাননে।
শরচ্চন্দ্র প্রতীকাশং পঞ্চকোণময়ং[১] সদা।।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং শক্তিত্রয়[২] সমন্বিতম্।
নির্গুণং সগুণপেতং[৩] স্বয়ং কৈবল্য মূর্ত্তিমৎ[৪]।।
বিন্দুত্রয়ময়ং[৫] বর্ণং স্বয়ং 'প্রকৃতিরূপিনী।।

**অর্থ ঃ** হে বরাননে! অ-কারের অতি গোপনীয় তত্ত্ব শোন। শরৎকালের চাঁদের মতো (এ বর্ণ) সর্বদাই পঞ্চকোণময়। পঞ্চদেবময় (এ বর্ণ) শক্তি সমন্বিত। স্বয়ং কৈবল্যমূর্তির অনুরূপ (এ বর্ণ) সগুণ ও নির্গুণযুক্ত। দ্বিবিন্দুযুক্ত (এ বর্ণ) নিজেই প্রকৃতি রূপিনী।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'অ'**।

দক্ষতঃ কুণ্ডলী ভূত্বা কুঞ্চিতা বামতোগতা।
তত্রোর্দ্ধসংগতা রেখা দক্ষোর্দ্ধাতাসু শঙ্কর।
বিধির্ণারায়ণশ্চৈব সংতিষ্ঠেত ক্রমতঃ সদা।
অর্দ্ধমাত্রা শক্তিরূপা ধ্যানমস্য চ কথ্যতে ॥ অ ॥

**অর্থ ঃ** ডান দিকে কোঁকড়ানো (ও) বাঁকানো (এবং) বাম দিকে প্রসারিত; তার উপরে যুক্ত রেখা। ডাইনে, উপরে শংকর (অবস্থিত)। বিধি নারায়ণ ও তথায় ক্রমানুসারে স্থিত। অর্ধমাত্রা, শক্তির ধ্যানস্থ রূপ ব'লে কথিত ॥অ ॥

---

**পাঠান্তর ঃ** ১. পঞ্চদেবময়ং।–'প্রাণ'-তোষিণী'র পাঠ। গৃহীত পাঠ 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর।
২. শক্তিদ্বয়ং।– প্রাণ-তোষিণী। গৃহীত পাঠ শ.ক.।
৩. ত্রিগুণ পেতং।– শ-ক-এর।
৪. মূর্ত্তিমান্। – শ-ক-এর।
৫. দ্বয়ময়ং। – প্রা. তো.

**বর্ণনা-অনুসারে**— অ- হ'ল, ডান দিকে কোঁকড়ানো ও বাঁকানো এবং বামদিকে প্রসারিত। অর্ধ্বমাত্রাযুক্ত (এ-বর্ণ)।

**তুলনা**—

এ রকম অ, নাগরী লিপিতে নেই। নাগরী অ-এর 'কুণ্ডলী' বাম দিকে। তবে মাত্রা অর্ধ্বই। নেওয়ারী লিপির অ-অনেকটা উক্ত বর্ণনা-অনুসারী। তবে চর্যাপদের প্রাচীন অ, পঞ্চকোণ যুক্তই। একে দ্বিবিন্দুযুক্তও বলা চলে। কারণ এর মোড়া দু'টি।

[**ভূতডামরের** বক্তব্য অনুযায়ী শিব-মতে এ বর্ণের অধিপতি দেবতা— 'বিদ্যুৎজিহ্বা'।]

**২. ক. কামধেনুতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে— 'আ'**।

আ-কারং পরমাশ্চর্যংশঙ্খজোতির্ময়ং প্রিয়ে।

ব্রহ্মবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে ॥

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥

**অর্থ ঃ** হে প্রিয়ে! আ-কার পরম আশ্চর্য শঙ্খজ্যোতির্ময়। প্রিয়তমা! এবর্ণ ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্র সমন্বিত। পঞ্চপ্রাণময় এ বর্ণ নিজেই পরম কুণ্ডলিনী (কুলকুণ্ডলিনী)।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে- 'আ'**।

আকাররূপমাসাদ্য দক্ষ ক্রোড়য়তাত্বধ্যঃ।

ব্রহ্মাদ্বয়স্তথা শক্তিস্তাসু তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥ আ ॥

**অর্থ ঃ** অ-কার রূপ অনুসারী, ডান দিকে নিম্নমুখে বাঁকা (অতিরিক্ত) রেখা। তথায় শক্তিসহ ব্রহ্মাদি নিত্য অধিষ্ঠিত ॥ আ ॥

**বর্ণনা অনুসারে**— অ-কার রূপের সঙ্গে ডান দিকে নিম্নমুখে টানা বাঁকা রেখা (যুক্ত) আ ॥

**তুলনা**—

এরকম আ, নাগরী লিপিতে নেই। নেওয়ারী লিপির আ অবশ্য এরকম। তবে পঞ্চকোণযুক্ত আ, প্রাচীন চর্যালিপিতে বিদ্যমান।

[**'ভূতডামর'**- অনুসারে শিব-মতে এ বর্ণের অধিপতি দেবতা বা দেবী 'কালবজ্রী'।]

**৩. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ই'** ।

ইকারং পরমানন্দং সুগন্ধ কুঙ্কুমচ্ছবি।
হরিব্রহ্মময়ং বর্ণং সদা রুদ্রময়ং প্রিয়ে ॥
সদাশক্তিময়ং দেবি গুরুব্রহ্মময়ং তথা।
সদাশিবময়ং বর্ণং পরং ব্রহ্মসমন্বিতম্ ॥
হরিব্রহ্মাত্মকং বর্ণং গুণত্রয় সমন্বিতম্।
ইকারং পরমেশানি স্বয়ং কুণ্ডলী রূপিনী ॥[৬]

**অর্থ ঃ** পরম আনন্দ রূপ ই-কার সুবাসিত কুঙ্কুমের মত। হে প্রিয়ে! এ বর্ণ সর্বদা হরি, ব্রহ্ম ও রুদ্রময়। হে দেবি! সর্বদা শক্তি ও গুরুব্রহ্মময় এ বর্ণ। এ বর্ণ সর্বদা শিবময় ও পরমব্রহ্মযুক্ত (ও)। হরিব্রহ্মময় এ বর্ণ ত্রিগুণাত্মক। হে ঈশানি! ই-কার নিজেই কুণ্ডলিনী রূপিনী!

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ই'** ।

ঊর্দ্ধাধঃ কুব্জিতা মধ্যে রেখা তৎ সঙ্গতা ভবেৎ।
লক্ষ্মীরাণী তথেন্দ্রাণী ক্রমাৎ তা সেব সংবসেৎ।
শীর্ষাধঃ কুঞ্চিতা রেখা দক্ষোর্দ্ধা কামরূপিনী।
মাত্রাশক্তিঃ কোণযুতা ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যতে ॥ ই ॥

**অর্থ ঃ** উপরে-নিচেয় বাঁকা, মধ্যে রেখা দ্বারা যুক্ত (এ-বর্ণে) লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্রানী আনুক্রমিকভাবে অধিষ্ঠিত। উপরে – ডাইনে উঁচু, নিচের দিকে কোঁকড়ানো রেখা, (দ্বারা লিখিত এ বর্ণ) কামরূপিনী ॥ কোণযুক্ত মাত্রা, ধ্যানস্থ শক্তি ব'লে কথিত ॥ ই ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— মধ্যরেখাযুক্ত উপরে ও নিচেয় বাঁকা এ অক্ষর। এর উপরে ডাইনে উঁচু এবং নিচের দিকে কোঁকড়ানো রেখা র'য়েছে। (ইলেক?)। এ বর্ণের মাত্রা কোণযুক্ত।

তুলনা—

এ-রকম ই, নাগরী লিপিতে নেই। নেওয়ারী লিপিতেও নয়। তবে চর্যালিপির ই, মাত্রাযুক্ত 'হ'লে– বর্ণনার মতই রূপ ধারণ করে।

[**'ভূতডামরে'** শিব-মত অনুযায়ী এ বর্ণের দেবী— 'গর্জিনী'।]

---

পাঠান্তর ঃ ৬. মূর্ত্তিমান। – শ. ক-এর।

**৪. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঈ'** ।

ঈকারং পরমেশানি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
ব্রহ্ম বিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং সদা।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পীত বিদ্যুল্লতাকৃতি।
চতুর্জ্ঞানময়ং বর্ণ পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥

**অর্থ** ঃ হে ঈশানি! ঈ-কার নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। সর্বদাই (এ বর্ণ) ব্রহ্মবিষ্ণুময় ও শিবযুক্ত। পীত বিদ্যুতের লতার মত এ বর্ণ পঞ্চদেবময়। চারিজ্ঞানময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণযুক্ত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঈ'** ।

ঊর্দ্ধাধঃ কুঞ্চিতা মধ্যে ত্রিকোণাধোগতা পুনঃ।
মধ্যেগতা কোণশীর্ষ কুঞ্চিতা দক্ষাতঃ শুভা।
শীর্ষদ্দক্ষে কোণ যুতা কুঞ্চিতোর্দ্ধগতা পুনঃ।
চন্দ্র সূর্যাগ্নিরূপা সা মাত্রা শক্তিঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ঈ ॥

**অর্থ** ঃ উপরে-নিচেয় কোঁকড়া, মাঝে ত্রিকোণ; পুনরায়, নিম্নমুখী; মধ্যে উপরের কোণ ডাইনে বাঁকা— এ বর্ণ শুভ। উপরে, ডাইনে কোণযুক্ত, পুনরায় অর্ধেক কোঁকড়ানো। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপিনী সে-মাত্রা শক্তি রূপে অভিহিত ॥ ঈ ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— উপরে-নিচেয় কোঁকড়ানো, মাঝে ত্রিকোণাকার। মাঝে, উপরে কোণ, ডান দিকে বাঁকা। উপরের ডানের অংশও কোণযুক্ত এবং অর্ধেক কোঁকড়ানো।

**তুলনা**—

এরকম ঈ, নাগরী লিপিতে নেই। নেওয়ারী লিপিতেও নেই। তবে চর্যালিপির প্রাচীন ঈ-রূপটি এরকম-ই।

[**'ভূতডামর'**-অনুসারে, শিব-মতে এ-বর্ণের দেবী— 'ধূম্র ভৈরবী' ।]

**৫. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'উ'** ।

উকারং পরমেশানি অধঃ কুণ্ডলিনী স্বয়ম্।
পীতচম্পকসঙ্কাশং পঞ্চদেবময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণময়ং দেবি চতুর্বর্গ প্রদায়কম্ ॥

**অর্থ** ঃ হে পরম ঈশানি! উ-কার নিজেই নিম্নভাগে কুণ্ডলিনী। পীত চম্পকের সদৃশ (আভাময়) এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চদেবময়। হে দেবি! পঞ্চপ্রাণময় এ বর্ণ চতুর্বর্গ দানকারী।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে—'উ'**।

ঊর্দ্ধাধঃ মধ্যতঃ কুব্জা রেখা বামগতা শুভা।

তিষ্ঠন্তি বায়ুবহ্নীন্দ্রাঃ শক্তির্মাত্রাপরা- স্মৃতা ॥ উ ॥

**অর্থ ঃ** উপরে, নিচেয়, মাঝে বাঁকা রেখা, বামে গমনশীল — শুভ। বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্রযুক্ত মাত্রা— শক্তি— (তা) স্মরণীয় ॥ উ ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— এ অক্ষর উপরে, নিচেয়, মাঝে বাঁকানো, বাঁ দিকে টানা রেখাকার।

**তুলনা**—

এ রকম উ, নাগরী কিংবা নেওয়ারী লিপিতে নেই। তবে প্রাচীন চর্যালিপির উ প্রায় এ-রকম-ই।

[**'ভূত-ডামর'** অনুসারে, শিব-মতে, এ বর্ণের দেবী— 'কালকূটা'।]

**৬. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঊ'**।

শঙ্খকুন্দ সমাকারং[৭] ঊকারঃ পর কুণ্ডলী।

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥

পঞ্চপ্রাণযুতং বর্ণং তথা ত্রয়োগুণাত্মকম্।

বিন্দুত্রয়যুতং বর্ণং পীত বিদ্যুল্লতাকৃতি।[৮]

ধর্মার্থকামমোক্ষঞ্চ সদা সুখ প্রদায়কম্ ॥

**অর্থ ঃ** শঙ্খকুন্দ (পুষ্পের) অনুরূপ (আভাময়) উ-কার পরম কুণ্ডলিনী। পঞ্চপ্রাণময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চ-দেবযুক্ত। পঞ্চপ্রাণযুক্ত এ বর্ণ ত্রিগুণাত্মক। ত্রিবিন্দুযুক্ত এ বর্ণ পীত বিদ্যুতের লতার মত (বিভাময়)। এ বর্ণ সর্বদা ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রদানকারী।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঊ'**।

তদ্রূপাধোগতা রেখা কুব্জিতা বামত শুভা।

তদ্রূপা পূর্বোক্তকাররূপা ॥

তিষ্ঠন্তি তাসু রেখাসু যমাগ্নিবরুণাক্রমাৎ।

অধোর্দ্ধগামিনী মাত্রা লক্ষ্মীরাণী চ সা স্মৃতা ॥ ঊ ॥

---

**পাঠান্তর ঃ** ৭. সমাভাস।– প্রা. তো.

৮. বিদ্যুল্লতা তথা। – শ. ক.।

**অর্থ ঃ** উক্ত রূপ অধো দিকে গমনশীল রেখা, বাম দিকে কোঁকড়ানো— শুভ। এটি সেই পূর্ব কথিত (উ) কারের অনুরূপ। তথায় যম, অগ্নি, বরুণ ক্রমানুসারে অধিষ্ঠিত। নিচেয়, উপরের দিকে প্রসারিত মাত্রা লক্ষ্মী ও সরস্বতী— তা স্মরণীয় ॥ ঊ ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— উ-কারের সঙ্গে বাঁ দিকে টানা রেখা সংযুক্ত এ বর্ণ। এই শেষোক্ত রেখাও মাত্রা।

**তুলনা**—

এ রকম ঊ, নাগরী কিংবা নেওয়ারী লিপিতে নেই। তবে প্রাচীন চর্যা পুথির ঊ, এরকম-ই। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, প্রাচীন নাগরী ও নেওয়ারী লিপির উ ও ঊ এক-ই ধরনের আকৃতি সম্পন্ন।

[**ভূত-ডামরে** লিখিত শিব-মতে এ বর্ণের দেবী— 'বিদারী'।]

**৭. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঋ'**

ঋ-কারঃ পরমেশানি কুণ্ডলী মূর্ত্তিমান্ স্বয়ম্।
অত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চরুদ্রেশ্চৈব বরাননে।
সদাশিবযুতং বর্ণং সদা ঈশ্বর সংযুতম্ ॥
পঞ্চবর্ণময়ং বর্ণং চতুর্জ্ঞানময়ং তথা।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ঋকারং প্রণমাম্যহম্।

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! ঋ-কার নিজেই মূর্ত্তিমতী কুণ্ডলিনী। হে বরাননে! এ-বর্ণে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র অবস্থিত। এ বর্ণ সর্বদা সদা শিব ও ঈশ্বরযুক্ত। পঞ্চবর্ণময় এ বর্ণ চতুর্জ্ঞানময়। রক্ত-বিদ্যুতের লতার মত ঋ-কারকে আমার প্রণাম।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঋ'**।

ঊর্দ্ধাদক্ষগতা বক্রা ত্রিকোণা বামস্ততঃ।[৯]
পুনস্তধোদক্ষগতা মাত্রা শক্তিঃপরা স্মৃতা।
মাত্রাসু ব্রহ্মবিষ্ণীশাস্তিষ্ঠন্তি ক্রমতঃপরা ॥ ঋ ॥

**অর্থ ঃ** উপরে ডান দিকে প্রসারিত বাঁকা তেকোণা (রেখা) তারপর বামাভিমুখী। পুনরায় অধোমুখে ডাইনে প্রসারিত মাত্রা পরাশক্তি রূপে স্মরণীয়। মাত্রায় ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব ক্রমানুযায়ী অধিষ্ঠিত ॥ ঋ ॥

---

**পাঠান্তর ঃ** ৯. বামততঃ। – শ. ক.।

**বর্ণনা-অনুসারে**– ঋ-কার উপরে ডান দিকে বাঁকা তেকোণা, তারপর বামে টানা। অতঃপর অধোমুখী এবং ডাইনে প্রসারিত (ও) মাত্রাযুক্ত।

**তুলনা**—

এ ধরনের ঋ-কার নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী লিপিতে নেই। চর্যাপদে ঋ-কারের ব্যবহার নেই। ১৪৩৯ সালে লিখিত 'শারদা তিলক'-এর বাঙালা বর্ণমালার পূর্বোক্ত তালিকায়ও ঐ রকম ঋ-কার নেই।

[**ভূতডামরে** শিব-মত অনুসারে এ-বর্ণের দেবী— 'মহারৌদ্রী'।]

**৮. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ৠ'**।

ৠ-কারং পরমেশানি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
পীতবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥
চতুর্জ্ঞানময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণযুতং সদা।
ত্রিশক্তি সহিতং বর্ণ প্রণমামি সদা প্রিয়ে ॥

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! ৠ-কার স্বয়ং পরম কুণ্ডলিনী। (এ বর্ণ) সর্বদা পঞ্চদেবময়। চতুর্জ্ঞানময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণযুক্ত। হে প্রিয়ে! ত্রিশক্তির সঙ্গে (যুক্ত) এ বর্ণকে সর্বদা প্রণাম করি।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ৠ'**

তদ্রূপাধোগতা দক্ষা বামতঃ কুঞ্চিতাত্বধঃ।
পুনর্দক্ষগতা রেখা তাসু ব্রহ্মেশবিষ্ণবঃ।
মাত্রা শক্তি পরা জ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যতে ॥ ৠ ॥

**অর্থ ঃ** ঐরূপ (ঋ-এর অনুরূপ) নিচের দিকে টানা ডাইনে (থেকে) বামে, (আবার) নিচের দিকে বাঁকা কোঁকড়ানো; পুনরায় (সে) রেখা ডাইনে প্রসারিত। 'তথায়' ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অবস্থিত। মাত্রা, ধ্যানস্থ পরম শক্তিরূপে জ্ঞেয় ব'লে কথিত ॥ ৠ ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— পূর্বোক্ত ঋ-কার-এর নিচেয় ডান থেকে বামে এবং পুনরায় ডান দিকে প্রসারিত রেখাযুক্ত এ-ৠকার।

**তুলনা**—

এ ধরনের ৠ-কার নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী অক্ষর-তালিকায় নেই। চর্যাপদেও এ-রকম ৠ-কার অনুপস্থিত। ১৪৩৯ সালে লিখিত পূর্বোক্ত বাঙালা বর্ণমালার তালিকায়ও এ ঋ-কার লাভ করা যায় না।

[**'ভূতডামরে'** শিবোক্তি অনুসারে এ বর্ণের দেবী- 'ভয়ংকরী'।]

**৯. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঌ'।**

ঌ-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলী পর দেবতা।
তত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বেতিষ্ঠন্তি সততং প্রিয়ে ॥
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং চতুর্জ্ঞানময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণযুতং বর্ণং তথা গুণত্রয়াত্মকম্।
বিন্দু ত্রয়াত্মকং বর্ণং পীতবিদ্যুল্লতাকৃতি ॥

**অর্থ ঃ** হে চঞ্চলাক্ষি! ঌ-কার পরম দেবতা কুণ্ডলিনী। হে প্রিয়ে! তথায় (তাহাতে) ব্রহ্মাদি সকল দেবতার সতত অবস্থান। পঞ্চদেবময় এ বর্ণ সর্বদা চতুর্জ্ঞানময়। পঞ্চপ্রাণযুক্ত এ বর্ণ ত্রিগুণাত্মক। ত্রিবিন্দুযুক্ত এ বর্ণ পীত বিদ্যুতের লতার মত (আভাময়)।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঌ'**

রেখাধঃ কুণ্ডলী বক্রা দক্ষতো বামতো গতা
বহ্নিশবায়বস্তাসু নিত্যং সন্তি চ নিত্যশঃ ॥ ৯॥

**অর্থ ঃ** নিচের কোঁকড়া রেখা বাঁকা (হ'য়ে) ডাইনে ও (পরে) বামে প্রসারিত। অগ্নি এবং বায়ু (দেবতা) সেখানে নিত্য অবস্থিত ॥ ৯ ॥

**বর্ণনা-অনুসারে–** নিচের পুটুলিযুক্ত রেখা বাঁকা হ'য়ে ডাইনে গিয়ে পরে বাম দিকে গিয়েছে।

**তুলনা—**

এ রকম ঌ-কার নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী বর্ণতালিকায় নেই। চর্যাপদেও এমন ঌ-কার অনুপস্থিত। পূর্বোক্ত, ১৪৩৯ সালে লিখিত 'শারদা-তিলক' এর বাঙালা অক্ষর তালিকায়ও এমন ঌ-কার পাওয়া যায় না।

[ভূত **-ডামরে** শিবোক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবী— 'সংহারিণী।]

**১০. ক. কামধেনুতন্ত্রে – 'ৡ'।**

ৡ-কারং পরমেশানি পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
পঞ্চদেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা।
গুণত্রয়াত্মকং বর্ণং তথা বিন্দুত্রয়াত্মকম্।
চতুর্বর্গময়ং দেবি স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! ৡ-কার পূর্ণচন্দ্রের মত আলোকময়। পঞ্চ দেবতাত্মক এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণাত্মক। ত্রিগুণাত্মক এ বর্ণ ত্রিবিন্দুময়ও! হে দেবি! চতুর্বর্গময় এ-বর্ণ স্বয়ং পরম কুণ্ডলিনী।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে** — ঌ।

তৎক্রোড়তুলারূপা চ রেখা সা বৈষ্ণবী স্মৃতা।

তাসু বদ্ধসুরেশানি[১০] দুর্গা বাণী সরস্বতী ॥ ঌ॥

**অর্থ** ঃ তার (পূর্ব কথিত বর্ণের) ক্রোড়ে স্থাপন তুল্য রূপে (লিখিত) রেখা বৈষ্ণবী রূপা— (তা) স্মরণীয়। হে সুরেশানি! তথায় (লক্ষ্মী) দুর্গা ও সরস্বতী আবদ্ধা ॥ ঌ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— পূর্বে বর্ণিত ৯-কারের কোলে আর একটি অনুরূপ রেখা (বর্ণ) যুক্ত হ'লেই এ বর্ণ তৈরী হয়।

**তুলনা**—

এ ধরনের ঌ -কার নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী বর্ণ- তালিকায় নেই। চর্যাপদের পুঁথিতেও এ ঌ -কার অনুপস্থিত। ১৪৩৯ সালের পূর্বোক্ত বর্ণ-তালিকায়ও এরকম ঌ গরহাজির।

[**ভূতডামর**-অনুসারে শিব-মতে এ বর্ণের দেবী— 'করালিনী'।]

**১১. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'এ'।**

একারং পরমং দিব্যং ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাত্মকম।

বন্ধিনী কুসুমপ্রখ্যং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥

পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং তথা বিলশয়াত্মকম্।

চতুর্বর্গ ময়ং দেবি স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥

**অর্থ** ঃ এ-কার পরম দিব্য ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবযুক্ত। বন্ধিনী কুসুমের মত (আভাময় ব'লে) খ্যাত এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চদেবময়। পঞ্চপ্রাণাত্মক এ-বর্ণ তথায় বিলাসকারী। হে দেবি! চতুর্বর্গ ময় এ বর্ণ নিজেই পরম কুণ্ডলিনী।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'এ'।**

কুঞ্চিতা বামতো রেখা দক্ষকোণায়তাত্বধঃ।

পুনর্বামগতা সৈবা তাসু বহ্নিশঃ বায়বঃ ॥ এ ॥

**অর্থ** ঃ কোঁকড়া, বাম দিকে প্রসারিত রেখা (এবং) ডান দিকের নিচের অংশ কোণাকার। পুনরায় বাম দিকে প্রসারিত সেই রেখা অগ্নি, শিব ও বায়ুযুক্ত ॥ এ ॥

---

**পাঠান্তর** ঃ ১০ বন্ধ্যাসুরেশানি।– প্রা. তো.। গৃহীত পাঠ–শ.ক.।

**বর্ণনা-অনুসারে** – ডান দিকে নিম্নে কোণাকার এবং বাম দিকে টানা রেখাই এ-কার।

**তুলনা**—

এ রকম এ-কার নাগরী লিপিতে নেই। নেওয়ারী লিপিতেও নয়। তবে প্রাচীন চর্যালিপিতে ঐ রকম এ-কার-ই লক্ষণীয়।

[**'ভূতডামরে'** শিব-মতে এ বর্ণের দেবী— 'ঊর্ধ্বকেশী'।]

**১২. ক. কামধেনুতন্ত্রে (ষষ্ঠ পটলে)— 'ঐ'**।

ঐ-কারং পরমং দিব্যং মহাকুণ্ডলিনী স্বয়ম্।
কোটি চন্দ্র প্রতীকাশং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে।
সদা শিবময়ং বর্ণং বিন্দুত্রয়ে সমন্বিতম্ ॥

**অর্থ ঃ** ঐ-কার পরম দিব্য স্বয়ং মহা কুণ্ডলিনী। সর্বদা কোটিচন্দ্রের মত প্রভাময় এবং পঞ্চ প্রাণময়। হে প্রিয়ে! এ বর্ণ ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্রময়। ত্রিবিন্দুযুক্ত এ-বর্ণ সর্বদা শিবময়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঐ'**।

এ-কাররূপ মধ্যে তু কিঞ্চিদ্দক্ষে তদোর্দ্ধতঃ।
চন্দ্রেন্দ্রভানবস্তাসু মাত্রা শক্তি ক্রমাৎস্মৃত।
ত্রিধাশক্তিময়ী পূর্বা দুর্গাবাণী সরস্বতী। ॥ ঐ ॥

**অর্থ ঃ** এ-কার রূপের মাঝখানে কিছুটা ডাইনে, তা থেকে ঊর্ধ্বে (প্রসারিত রেখা)। চন্দ্র, ইন্দ্র, ভানুযুক্ত মাত্রা-শক্তির কথাও আনুক্রমিকভাবে স্মরণীয়। তিন ভাগে বিভক্ত শক্তিময়ী পূর্বা, দুর্গা(ও) বাণী সরস্বতী (সম্পৃক্ত) ॥ ঐ ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— পূর্বোক্ত এ-কারের মাঝ থেকে ডাইনে, উপরের দিকে প্রসারিত রেখাযুক্ত হ'ল— ঐ-কার।

**তুলনা**—

এ-ধরনের ঐ-কার নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী অক্ষর তালিকায় অনুপস্থিত। তবে ১৪৩৯ সালে লিখিত পূর্বোক্ত বাঙালা বর্ণ-তালিকায় প্রায় অনুরূপ ঐ-কার বিদ্যমান। তার ডান পাশের উপরে প্রসারিত রেখা মোচড়ানো।

[**'ভূতডামরে'** শিবের কথা অনুযায়ী আলোচ্য বর্ণের দেবী— 'উগ্র ভৈরবী'।]

**১৩. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ও'।**

ওকারং চঞ্চলাপাঙ্গি পঞ্চদেবময়ং সদা।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ত্রিগুণাত্মকমীশ্বরম্।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণ নমামি দেবমাতরম্ ॥
এতদ্বর্ণং মহেশানি স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥

**অর্থ ঃ** হে চঞ্চলাক্ষি! ও-কার সর্বদা পঞ্চদেবময়। (এ বর্ণ) রক্তবিদ্যুতের লতার মত (আভাময়) ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বর। পঞ্চপ্রাণময় দেবমাতা রূপ এ বর্ণকে আমি প্রণাম করি। হে মহেশানি। এ বর্ণ স্বয়ং পরম কুণ্ডলিনী।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে– 'ও'।**

বামতঃ কুণ্ডলীভূত্বা দক্ষান্মধ্যে তু কুঞ্চিতা।
কিঞ্চিৎ দক্ষগতা যা তু কুঞ্চিতা বামতস্তধঃ।
ব্রহ্মেশ বিষ্ণবস্তাসু মাত্রা তু ব্রহ্মরূপিনী।
শক্তিশ্চ পরমা সৈব ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যতে ॥ ও ॥

**অর্থ ঃ** বাঁ দিকে কোঁকড়ানো (এবং) ডান দিকের মাঝখানে কোঁকড়ানো। (তারপর) কিছুটা ডান দিকে প্রসারিত (হবার পর) বাঁ দিকের নিচের ভাগ কোঁকড়ানো। তথায় ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব (স্থিত); মাত্রা ব্রহ্মরূপী। তাকে পরমা-শক্তির ধ্যানময় রূপ (ব'লে)ও কথিত।

**বিবরণ-অনুসারে–** বর্ণটির ডান দিকের মধ্যভাগ এবং বাম দিকের ওপরে নিচে কোঁকড়ানো। বর্ণটি মাত্রাযুক্ত।

**তুলনা—**

এ ধরনের ও-কার নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। প্রাচীন চর্যালিপি এবং নেওয়ারী লিপির 'ও' প্রায় এক-ই রকম। তবে এ বর্ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ও-এর মিল লক্ষণীয়।

[**ভূতডামরে**'র শিবোক্তি অনুসারে, এ বর্ণের দেবী—'ভীমাক্ষী'।]

**১৪. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঔ'।**

রক্তবিদ্যুল্লতাকারমৌকারং কুণ্ডলী স্বয়ম্।
স্বয়ং ব্রহ্মাদয়স্তত্র তিষ্ঠন্তি সততং প্রিয়ে ॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সদাশিবময়ং সদা।
সদা ঈশ্বরসংযুক্তং চতুর্বর্গপ্রদায়কম্ ॥

**অর্থ ঃ** ঔ-কার রক্তবিদ্যুতের লতার মত (আভাময় এবং) নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। হে প্রিয়ে! স্বয়ং ব্রহ্মাদি সতত তথায় স্থিত। পঞ্চপ্রাণময় বর্ণ সর্বদা সদাশিবময়। (এ বর্ণ) সতত ঈশ্বরযুক্ত চতুর্বর্গ প্রদানকারী।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে — 'ঔ'**।

ও-কারমধ্যদক্ষেতুগতা তুর্দ্ধ গতায়তা।
কিঞ্চিৎ সা বামতো বক্রা তাসু ব্রহ্মেশবিষ্ণবঃ ॥
শক্তি মধ্যগতা রেখা ধ্যানমস্য চ কথ্যতে[১১] ॥ ঔ ॥

**অর্থ ঃ** ও-কারের মধ্যভাগে, ডান দিকে, উপরের দিকে টানা (রেখাযুক্ত এ বর্ণ)। (ঐ রেখা) কিছুটা বামে বাঁকা। তাতে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব (অবস্থিত)। মধ্যের রেখা ধ্যানময় শক্তি ব'লে কথিত ॥ ঔ ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— ও-কার বর্ণের ডান দিকে মধ্যভাগ থেকে উপরের দিকে টানা কিছুটা বামে বাঁকা রেখাযুক্ত বর্ণই ঔ-কার।

**তুলনা**—

এ ধরনের ঔ-কার নাগরী, নেওয়ারী ও চর্যালিপিতে নেই। তবে ১৪৩৯ সালে লিখিত পূর্বোক্ত বর্ণ-তালিকায় অনুরূপ ঔ-কার বিদ্যমান।

[**'ভূতডামর'**-অনুসারে, শিব-মতে এ বর্ণের দেবী— 'ডাকিনী'।]

**১৫. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'অং'**।

অংকারং বিন্দু সংযুক্তং পীতবিদ্যুৎসমপ্রভম্।
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ব্রহ্মাদি দেবতাময়ম্।
সর্বজ্ঞানময়ং বর্ণং বিন্দুত্রয় সমন্বিতম্।
শক্তিত্রয়ময়ং বর্ণং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥

**অর্থ ঃ** অং-কার বিন্দুযুক্ত পীত বিদ্যুতের লতার মত প্রভাময়। পঞ্চপ্রাণাত্মক এ বর্ণ ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবময়। সর্বজ্ঞানময় এ বর্ণ ত্রিবিন্দু সমন্বিত। ত্রিশক্তিময় এ বর্ণ নিজেই পরম কুণ্ডলিনী।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'অং'**।

অ-কার রূপ শীর্ষে তু দক্ষিণে বিন্দু রূপিণী।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চরুদ্রশ্চ ক্রমশস্তাসু[১২] তিষ্ঠতি ॥
যা তু বিন্দুময়ী রেখা সৈবাদ্যা শক্তিরীরিতা ॥ অং ॥

---

**পাঠান্তর ঃ** ১১. প্রচক্ষতে। — শ. ক.-এর।

**অর্থ ঃ** অ-কার রূপের উপরে ডাইনে বিন্দু। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব অনুক্রমে তথায় অবস্থিত। আর বিন্দুময়ী রেখা– সেই আদ্যাশক্তি রূপী ॥ অং ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— পূর্বোক্ত অ-কারের উপর ডান দিকে পুটুলিযুক্ত অ৹-(অং) কার।

**তুলনা**—

এ রকম (অ৹) অং প্রাচীন চর্যালিপি ও নেওয়ারী লিপিতে বিদ্যমান। তবে তা চন্দ্রবিন্দু রূপেও গণ্য হ'য়েছে। কিন্তু নাগরী লিপিতে ও-রকম অং একেবারেই নেই।

[**'ভূতডামরে'**, শিব-কথন অনুযায়ী এ-বর্ণের দেবী—'রুদ্র-রাকিনী'।]

**১৬. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'অঃ'**।

অঃ-কারং পরমেশানি বিসর্গ-সহিতং সদা।

অঃ কারং পরমেশানি রক্তবিদ্যুৎপ্রভাময়ম্ ॥

পঞ্চদেবময়ং 'বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।

সর্বজ্ঞানময়ং বর্ণমাত্মাদি তত্ত্বসংযুতম্ ॥

বিন্দুত্রয়ময়ং বর্ণং শক্তিত্রয়ময়ং সদা।

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! অঃ-কার সর্বদা বিসর্গযুক্ত। হে পরম ঈশানি! অঃ-কার রক্তবিদ্যুতের মত আলোকময়। পঞ্চদেবময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণময়। সর্বজ্ঞানময় এ বর্ণ আত্মা-আদি তত্ত্বসংযুক্ত। ত্রিবিন্দুময় এ বর্ণ সর্বদা ত্রিশক্তিময়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'অঃ'**।

অকার রূপদক্ষে তু দ্বিবিন্দুরধ ঊর্দ্ধতঃ।

ব্রহ্মেশবিষ্ণবস্তাসু মাত্রাশক্তিঃ সমীরিতা।

বিন্দুদ্বয়ান্বিতা রেখা সৈবাদ্যা শক্তিরীরিতা ॥ অঃ ॥

**অর্থ ঃ** অ-কার রূপের ডাইনে, উপরে ও নিচেয় দু'টি বিন্দু। তথায় ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব এবং মাত্রা শক্তিযুক্ত। দ্বিবিন্দুযুক্ত রেখা— সেই আদ্যাশক্তি ॥ অঃ ॥

**বর্ণনা-অনুসারে**— অ-এর ডানদিকে বিসর্গযুক্ত হলেই হয় অঃ-কার এবং তা মাত্রাযুক্ত।

---

পাঠান্তর ঃ ১২. ক্রমস্তাসু। — প্রা. তো। গৃহীত পাঠ শ-ক।

তুলনা—

এ ধরনের অঃ, নাগরী, নেওয়ারী, প্রাচীন চর্যা বা বাঙালা, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি কোন ভাষার প্রাচীন লিপি-তালিকায় দেখা যায় না।

[**'ভূতডামরে'** শিব-মতে এ বর্ণের দেবী— 'চণ্ডিকা'।]

## ২. ব্যঞ্জন বর্ণ

অতঃপর ব্যঞ্জন বর্ণের বিবরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্র', 'কামধেনুতন্ত্র' ও 'ভূতডামরে' প্রাচীন বাঙালা ব্যঞ্জনবর্ণের যে-তত্ত্ব, আকার, অধিপতি দেবতা বা দেব-দেবীর বর্ণনা দান করা হ'য়েছে– তা এরূপ—

## ব্যঞ্জনবর্ণের মহিমা, আকার, তুলনা ও অধিপতি দেবতা

১. **ক. কামধেনুতন্ত্র (তৃতীয় পটলে)–** 'ক'-অক্ষরের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নরূপ—

বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা।
অধোরেখা ভবেদ্রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী ॥
কুণ্ডলী চাঙ্কুশাকারা মধ্যশূন্যং সদাশিবঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশা বামরেখা বরাননে ॥
শরচ্চন্দ্র প্রতীকাশা দক্ষরেখা মহেশ্বরি।
অধোরেখা বরারোহে মহামরকতদ্যুতিঃ ॥
শঙ্খকুন্দসমা কীর্ত্তির্মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলীচাঙ্কুশাকারা কোটিবিদ্যুল্লতাকৃতিঃ ॥
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশো মধ্যে শূন্যং সদাশিবঃ।
শূন্যগর্ভ স্থিতা কালী কৈবল্য পদদায়িনী ॥
(ককারাজ্জায়তে সর্ব্বং কামঃ কৈবল্যমেব চ।)
অর্থশ্চ জায়তে দেবি তথা ধর্মাশ্চ নান্যথা।
ককারঃ সর্ব্ববর্ণানাং মূল প্রকৃতিরেব চ ॥
(ককারং কামদা কামরূপিনী সুরতপ্রিয়া)।

কামিনী যা মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতিসুন্দরী ॥
মাতা সা সর্ব্বদেবানাং কৈবল্য পদদায়িনী।
ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা বামা ব্রহ্মাশক্তিরীতিরিতা ॥
বামকোণে স্থিতি জ্যেষ্ঠা বিজ্ঞেমাজিরীতিরিতা।
দক্ষকোণ স্থিতা শক্তী রৌদ্রী সংহার রূপিনী ॥
জ্ঞানাত্মা সা তু চার্ব্বঙ্গি কুলচতুষ্টয়াত্মকম্।
ইচ্ছাশক্তির্ভরেদ্‌ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চজ্ঞানশক্তিমান্ ॥
ক্রিয়াশক্তিভবেদ্রুদ্রঃ সর্ব্বপ্রকৃতি মূর্ত্তিমান্ ॥
আত্মবিদ্যা শিবৈস্তত্বৈঃ সদা মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
আসনং ত্রিপুরা দেব্যাং ককারঃ পঞ্চ দৈবতঃ ॥
ঈশ্বরো যস্তু দেবেশি ত্রিকোণে তস্য সংস্থিতিঃ।
ত্রিকোণমেতৎ কথিতং যোনিমণ্ডলমুত্তমম্ ॥
কৈবল্যংপ্রপদেমস্যাঃ কামিনী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
(জবাযাবকসিন্দুরসদৃশীং কামিনীং পরাম।)
চতুর্ভুজং ত্রিনেত্রাঞ্চ বাহুবল্লীবিরাজিতাম্ ॥
কদম্বকোরকাকার-স্তনদ্বয় বিভূষিতাম্।
রত্নকঙ্কণ কেয়ূর কঙ্কৈয়েরূপশোভিতাম্ ॥
এবং হি কামিনাং ধ্যাত্বা ককারং দশধা জপেৎ।
প্রফুল্লঞ্চ ততো ধ্যাত্বা জপস্য ফলভাগ ভাবৎ ॥
এতত্তে কথিতং দেবি ককার তত্ত্বমুত্তমম্ ॥ ক ॥

**অর্থ ঃ** বামের রেখা ব্রহ্মা, ডান দিকের বিষ্ণু। নিচের রেখা রুদ্র; মাত্রা, সাক্ষাৎ সরস্বতী। কুণ্ডলী অংকুশ আকার; মধ্যের শূন্যস্থান সদাশিব। হে বরাননে! বাঁ পাশের রেখা জবাফুলের মতন। হে মহেশ্বরি! শরৎকালের চন্দ্রের অনুরূপ ডান দিকের রেখা। হে বরারোহে! নিচের রেখা মহা মরকতের দ্যুতির অনুরূপ। শঙ্খ-কুন্দ (ফুলের) মত মাত্রা নিজেই সরস্বতী। অংকুশ আকৃতির কুণ্ডলী বিদ্যুতের কোটি লতার মত। কোটি চন্দ্রের অনুরূপ মধ্যস্থানের শূন্য সদাশিব। শূন্য গর্ভে অবস্থিত কালী কৈবল্য পদ দানকারিণী। (ক-কার থেকে উপজিত হয়– সমস্ত কাম এবং কৈবল্য)। দেবী অর্থ এবং ধর্ম উপার্জনের মূল উৎস। এর অন্যথা হয় না। ক-কার

সমস্ত বর্ণের মধ্যে মূল প্রকৃতি। (ক-কার কামপ্রদ, কামরূপী এবং সম্ভোগ প্রিয়।) হে মহেশানি! যে (ক-কার) কামিনী স্বয়ং প্রকৃতি। সেই সর্বদেবের মাতা এবং কৈবল্য পদদান কারিণী। উপরের কোণে স্থিতা নারী ব্রহ্মশক্তি রূপে আখ্যাতা। বাঁ দিকের কোণে অবস্থিত জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুর শক্তিরূপে খ্যাতা। ডান দিকের কোণে অবস্থিতা শক্তি রৌদ্রী রূপে সংহারকারিণী। হে চারুদেহী জ্ঞানময় আত্মা, সেই তুমি চার কুলের আত্মস্বরূপ। ইচ্ছা শক্তি ব্রহ্মাস্বরূপ, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিময়! ক্রিয়াশক্তি রুদ্র; সমস্ত প্রকৃতি মূর্ত্তিমান্। আত্মবিদ্যা শিবতত্ত্ব সর্বদা মাত্রা (রূপে) প্রতিষ্ঠিত। ত্রিপুর দেবের আসন ক-কার পঞ্চদেবময়। হে দেবেশি! ঈশ্বর যার (উপাস্য) ত্রিকোণে তার অবস্থান। ত্রিকোণকে বলা হয়— উত্তম যোনিমণ্ডল। যিনি কৈবল্য প্রদান করেন, তাকে কামিনী বলা হয়। জবা, আলতা ও সিঁদুরের মত (সৌন্দর্যময়) পরম কামিনী। চার হাত, ত্রিনয়ন, বাহুবল্লরী শোভিত। কদম ফুলের কোরকের মত দু'টি স্তন দ্বারা ভূষিত। রত্ন, কঙ্কণ, কেয়ূর কটিদেশে সৌন্দর্যময় রূপে শোভিত। উক্ত কামিনীর ধ্যানসহ সেই ক-কার দশবার জপ করা আবশ্যক। প্রফুল্ল মনে যে ধ্যান করে সে জপের ফলভাগের অধিকারী হয়। হে দেবি! এভাবে উত্তম ক-কার তত্ত্ব ব্যক্ত করা হ'ল।) ॥

**খ. বর্ণোদ্ধারে— 'ক'**।

বাম রেখা ভবেৎ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দ্দক্ষিণ রেখিকা।
অধোরেখা ভবেদ্রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী ॥
কুণ্ডলী চাঙ্কুশাকারা মধ্যশূন্যং সদাশিবঃ।
কদম্ব গোলকাকারং ককারং ভাবয়েৎ সুধীঃ ॥ ক ॥

**অর্থ ঃ** বাঁ পাশের রেখা ব্রহ্মা, ডান পাশের রেখা বিষ্ণু। নিচের রেখা রুদ্র (এবং) মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী ॥ কুণ্ডলী (পাকানো) অঙ্কুশাকার মাঝের শূন্য (স্থান) সদাশিব। সুধিজন ক-কারকে কদমের মত (সুন্দর) গোলাকার। (রূপে) চিন্তা করেন ।ক।

**বর্ণনা অনুসারে**— বামে, ডানে ও নিচেয় তিনটি রেখা দ্বারা ক-কার লেখা হয়। এ বর্ণ মাত্রাযুক্ত এবং (ডানে) আঁকড়িযুক্ত।

**তুলনা**—

এ ধরনের 'ক' নাগরীতে নয়; নেওয়ারী ও প্রাচীন চর্যালিপিতে এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে লাভ করা যায়।

[**ভূতডামরে,** শিব-মতে এ-অক্ষরের দেবতা— 'ক্রোধীশ্বর'।

**২. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'খ'** ।

খকারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খকুন্দ সমপ্রভম্ ।
কোণত্রয়যুতং শূন্যং বিন্দুত্রয় সমন্বিতম্ ॥
গুণত্রয়যুতং দেবি পঞ্চদেবময়ং সদা ।
ত্রিশক্তি সংযুতং বর্ণং খকারং প্রণমাম্যহম্॥

**অর্থ ঃ** খ-কার পরম আশ্চর্য শঙ্খকুন্দ (পুষ্পের) মত প্রভাময় । ত্রিকোণ, শূন্য ও ত্রিবিন্দু সমন্বিত (এ বর্ণ) ত্রিশক্তিযুক্ত । (এ) খ-কারকে আমার প্রণাম ।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'খ'** ।

শিবরূপ বাম রেখা বহ্নি রূপা চ সা স্মৃতা ।
অধোরেখা বিষ্ণুরূপা দক্ষ রেখা প্রজাপতি ॥
বামাদ্‌বাম গতা রেখা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিনী ।
মাত্রা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ খকারং পঞ্চ দেবতা ॥[১]

**অর্থ ঃ** বাঁ রেখা শিবস্বরূপ তাকে অগ্নি রূপেও স্মরণীয় । নিচের রেখা বিষ্ণুরূপ, (আর) ডানের রেখা প্রজাপতি (সদৃশ) ॥ বামের বামে প্রসারিত কোঁকড়া রেখা, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ । (আর) মাত্রা কুণ্ডলিনী, খ-কার (যেন) সাক্ষাৎ পঞ্চদেবতা ।

**বর্ণনা অনুসারে**— বামে, ডাইনে ও নিচেয় তিনটি রেখা । (উপরে) বাঁ দিকে, বামে প্রসারিত আর একটি রেখা । তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে মাত্রা । এই হ'ল— 'খ' ।

**তুলনা**—

এ ধরনের খ, নাগরী লিপি ও নেওয়ারী লিপিতে নেই । কিন্তু প্রাচীন চর্যা ও মৈথিলী লিপিতে উক্ত ধরনের খ দেখা যায় ।

[**ভূতডামর** অনুসারে শিবমতে এ অক্ষরের দেবতা— 'বারণ' ।]

**৩. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'গ'** ।

গকারং পরমেশানি পঞ্চদেবাত্মকং সদা ।
নির্গুণং ত্রিগুণপেতং নিরীহং নির্ম্মলং সদা ॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সর্ব্বশক্ত্যাত্মকং প্রিয়ে ।
অরুণাদিত্য সঙ্কাশং কুণ্ডলীং প্রণমাম্যহম্ ॥

---

টীকা ঃ ১. এ শ্লোকটি 'প্রাণ-তোষিণী'তে-বিকৃত । শব্দকল্পদ্রুম-এ অসম্পূর্ণ । শ. ক.তে বন্ধনীবদ্ধ পংক্তিটি নেই । প্রাণ-তোষিণীর মাঝের দু'টি পংক্তি মিলিয়ে একটি ' 'যৌগিক পাঠ' তৈরী করা হ'য়েছে । – লেখক ।

**অর্থ** ঃ গ-কার পরম শিবপত্নী সর্বদা পঞ্চদেবাত্মময়। নির্গুণ (হ'য়েও) ত্রিগুণযুক্ত। সর্বদা শান্ত ও নির্মল। পঞ্চপ্রাণময় এ-বর্ণ; (হে প্রিয়ে, সর্বশক্তি ও আত্মাযুক্ত। (ভোরের) লাল সূর্যের মত কুণ্ডলী (রূপিনী এ বর্ণকে) প্রণাম জানাই।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'গ'**।

অগ্রে কুঞ্চিত রেখা যা গণেশী সা প্রকীর্ত্তিতা।

ততো দক্ষগতা যা তু কমলা তত্র সংস্থিতা ॥

অধোগতাগতা যা তু তষ্যামীশঃ সদা বসেৎ।

অধো মুখেন গতা পুনরূর্দ্ধমুখেনাগতেতার্থঃ ॥ গ ॥

**অর্থ** ঃ আগে কোঁকড়া রেখা— যাকে বলা হয় গণেশী। তার ডানদিকে গমনশীল (রেখা), তাতে. কমলা অধিষ্ঠিত। নিচের দিকে প্রসারিত যে-রেখা; তাতে তদীয় ঈশ্বর সর্বদা উপবিষ্ট। নিচের দিকে গমনশীল রেখা পুনরায় উপরের দিকে প্রসারিত। এই অর্থযুক্ত। গ।

**বর্ণনা অনুসারে–** আগে কোঁকড়া রেখা ডান দিকে টানা এবং সে টান নিচের দিকে নিয়ে আবার উপরের দিকে ওঠানো। (লক্ষণীয় এ বর্ণের মাত্রার উল্লেখ নেই।)

**তুলনা—**

এ ধরনের গ, নাগরী লিপিতে নেই। তবে প্রাচীন চর্যা ও নেওয়ারী লিপিতে র'য়েছে।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'চণ্ড'।]

**৪. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঘ'**।

ঘকারং চঞ্চলাপাঙ্গি চতুষ্কোণাত্মকং সদা।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণমরুণাদিত্যসন্নিভং ॥

নির্গুণং ত্রিগুণোপেতং সদাত্রিগুণ সংযুতম্।

সর্ব্বগং সর্ব্বদং শান্তং ঘকারং প্রণমম্যহম্ ॥

**অর্থ** ঃ চঞ্চল নয়না ঘ-কার সর্বদা চারি কোণ বিশিষ্ট। পঞ্চদেবময় এ-বর্ণ তরুণ সূর্য সদৃশ। নির্গুণ (হ'য়েও) ত্রিগুণযুক্ত, সর্বদা ত্রিগুণময়, সর্বত্র সর্বদা শান্ত ঘ-কারকে আমার প্রণাম ॥

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— ঘ**

সৃষ্টিরূপা বামরেখা কিঞ্চিধাকুঞ্চিতা ততঃ।
কুণ্ডলীরূপমাস্থায় ততোহধোগতা দক্ষতঃ ॥
অত ঊর্দ্ধংগতা রেখা শম্ভুনারায়ণস্তয়োঃ।
ব্রহ্ম স্বরূপিনী দেবি মাত্রা শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ঘ ॥

**অর্থ ঃ** সৃষ্টিরূপা বাম রেখা কিছুটা নিচের দিকে বাঁকা। কুণ্ডলী রূপে স্থিত তারও নিচেয় ডানদিকে প্রসারিত (এ রেখা) উপরের দিকে ধাবমান। (এ রেখায়) শম্ভু নারায়ণ স্থিত। হে দেবি! মাত্রা ব্রহ্মস্বরূপিনী শক্তি নামে কথিত। ঘ।

**বর্ণনা অনুসারে**— এ বর্ণের বাম রেখা নিচের দিকে কিছুটা বাঁকা এবং নিচেয় ডান দিকে টানা রেখা উপরের দিকে প্রসারিত। মাত্রাযুক্ত (অক্ষর)। ঘ।

**তুলনা**—

এ-ধরনের 'ঘ' নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। প্রাচীন চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি অবশ্য বর্ণনার মতই।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুযায়ী আলোচ্য বর্ণের দেবতা— 'কামুক'।]

**৫. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঙ'।**

ঙকারং পরমেশানি স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।
সর্ব্বদেবময়ং বর্ণং ত্রিগুণং লোললোচনে ॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ঙকারং প্রণমাম্যহম্ ॥

**অর্থ ঃ** পরম শিবপত্নী ঙ-কার নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। সর্বদেবময় এ-বর্ণ ত্রিগুণযুক্ত লোল-লোচনা। পঞ্চপ্রাণময় ঙ-কার বর্ণকে প্রণাম।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঙ'।**

ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা কিঞ্চিদাকুঞ্চিতা ততঃ।
অধোগতা কুণ্ডলী তু মাত্রা শক্তিস্বরূপিনী।
রেখাত্রয়েষু ব্রহ্মেণঃ বিষ্ণবঃ সন্তি সর্ব্বদা ॥ ঙ ॥

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় যে টানা রেখা সামান্য কোঁকড়া, নিচেয় টানা কুণ্ডলী ও মাত্রা— সাক্ষাৎ সরস্বতী। তিনটি রেখায় সর্বদাই ব্রহ্ম ও বিষ্ণু (নারায়ণ?) অবস্থিত। ঙ।

**বর্ণনা-অনুসারে**— **'ঙ'** তিনটি রেখাযুক্ত। উপরে ও নিচেয় টানা এবং কিছুটা কোঁকড়া (মাথা) কুণ্ডলীর অনুরূপ। এ বর্ণের মাথায় র'য়েছে— মাত্রা ।ঙ।

তুলনা—

এ-ধরনের ঙ নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী অক্ষর-তালিকায় নেই। ১৪৩৯ সালের পূর্বোক্ত বর্ণ-তালিকায় অনুরূপ ঙ লক্ষণীয় নয়।

[**ভূতডামরে** শিব-উক্তি অনুযায়ী এ-অক্ষরের দেবতা— 'উন্মত্ত ভৈরবী'।]

**৬. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'চ'**।

চবর্ণং শৃণু সুশ্রোণি চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্।
কুণ্ডলী সহিতং দেবি স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥
সততং কুণ্ডলী যুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা ॥
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং প্রিয়ে।

**অর্থ ঃ** হে সুশ্রোণি! শোন। চ-বর্ণ, চতুর্বর্গ দানকারী। হে দেবি! কুণ্ডলীসহ এ বর্ণ স্বয়ং পরম কুণ্ডলিনী। সতত কুণ্ডলীযুক্ত সর্বদা পঞ্চদেবময় (এ অক্ষর)। পঞ্চপ্রাণময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণাত্মক। হে প্রিয়ে! ত্রিশক্তিযুক্ত বর্ণ ত্রিবিন্দু সংযুক্ত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'চ'**।

বার্ত্তাকুবর্ত্তুলাকার ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো গতঃ।
রেখা ত্রয়েষু চন্দ্রাগ্নিসূর্য্যাস্তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥
শক্তিন্মাত্রা[২] তু বিজ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যতে ॥ চ ॥

**অর্থ ঃ** বেগুনের মত গোলাকার উপরে-নিচেয় আনুক্রমিকভাবে বিস্তৃত তিনটি রেখায় চন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য নিত্য অধিষ্ঠিত। মাত্রা বিজ্ঞজনের নিকট ধ্যানময় শক্তিযুক্ত বলে বিবেচ্য। চ।

**বর্ণনা অনুসারে**— তিনটি রেখা দ্বারা বেগুনাকার মাত্রাযুক্ত (লেখন-ই) চ-কার।

তুলনা—

এ-ধরনের চ নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। কিন্তু প্রাচীন চর্যা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও উড়িয়া লিপিতে 'চ' এরকম-ই।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'জালমুখা']

---

**পাঠান্তর ঃ** ২. শক্তির্মাত্রা। — শ. ক.।

**৭. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ছ'** ।

[উক্ত 'তন্ত্র' থেকে এ-অক্ষরের সংশ্লিষ্ট শ্লোক উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল না ব'লে দুঃখিত ।]

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ছ'** ।

ঊর্দ্ধাদাধোগতা রেখা কুঞ্চিতা কুণ্ডলী ততঃ ।

পুনশ্চাধোগতা তাসু সন্তি ব্রহ্মেশঃ বিষ্ণবঃ ॥ ছ ॥

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা কোঁকড়ানো ও কুণ্ডলীযুক্ত । পুনরায় নিচের দিকে প্রসারিত এ-রেখায় ব্রহ্ম, শিব ও বিষ্ণু অবস্থিত । ছ।

**বর্ণনা অনুসারে**— উপরে-নিচেয় টানা কোঁকড়া কুণ্ডলীকৃত রেখা পুনরায় নিচের দিকে প্রসারিত ।

**তুলনা**—

এ-ধরনের ছ-এর সঙ্গে নাগরী লিপির ছ-এর মিল দেখা যায়। কিন্তু নেওয়ারী বা উড়িয়ার সঙ্গে মেলে না। তবে প্রাচীন চর্যালিপির সঙ্গেই আলোচ্য বর্ণের সাদৃশ্য অধিক। অন্যপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে এ-অক্ষরটি স্বতন্ত্র ।

[**ভূতডামরে** শিবমতে এ অক্ষরের দেবতা— 'রক্তদংষ্ট্র' ।]

**৮. ক. কামধেনুতন্ত্রে — 'জ'** ।

জকারং পরমেশানি যা স্বয়ং মধ্য কুণ্ডলী ।

শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং সদা ত্রিগুণ সংযুতম্ ॥

পঞ্চদেবময়ংবর্ণ পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ।

ত্রিশক্তি সহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দু[৩] সহিতং প্রিয়ে ॥

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! জ-কার, যার মধ্যভাগ স্বয়ং কুণ্ডলিনী। শরৎকালের চন্দ্রের মত উজ্জ্বল। সর্বদা ত্রিগুণযুক্ত। পঞ্চদেবময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণময়। হে প্রিয়ে। তিনটি শক্তিযুক্তবর্ণ তিনটি বিন্দু সমন্বিত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'জ'** ।

ঊর্দ্ধাধঃ কুঞ্চিতা রেখা তাসু ব্রহ্মাশসম্বিভুঃ ।

বাগ্দেবী কমলা নিত্যা দ্বিধামাত্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥

---

**পাঠান্তর ঃ** ৩. দ্বিবিন্দু। — প্রা. তো. ।

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় কোঁকড়া রেখা; তথায় ব্রহ্ম, শিব ও বিভু (বিষ্ণু)। দ্বিমাত্রা-কথিত বাগ্‌দেবী কমলা নিত্য (তথায়) অধিষ্ঠিত।

**বর্ণনা অনুসারে**— উপরে ও নিচেয় কোঁকড়া দুইমাত্রাযুক্ত রেখাই 'জ'।

**তুলনা**—

এ-ধরনের জ, নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। তবে প্রাচীন চর্যালিপির 'জ' এরকম-ই।

[**ভূতডামরে** শিব-কথন অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'অসিতাঙ্গ'।]

**৯. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঝ'**।

ঝকারং পরমেশানি কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং সদা ত্রিগুণসংস্থিতম্‌ ॥
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চ প্রাণাত্মকং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা ॥

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! ঝ-কার মোক্ষরূপী কুণ্ডলিনী। রক্ত-বিদ্যুতের লতার মত (প্রভাময়); সর্বদা ত্রিগুণযুক্ত। পঞ্চদেবময় এ বর্ণ সতত পঞ্চ প্রাণাত্মক। ত্রিবিন্দুযুক্ত এ বর্ণ সর্বদা ত্রিশক্তি সমন্বিতও।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঝ'**।

ত্রিকোণ কুণ্ডলী রূপা বামদক্ষিণ যোগতঃ।
ক্রমশস্তাশু তিষ্ঠন্তি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ প্রিয়ে ॥
তন্ত্র ষোড়শধা মাত্রা শক্তি ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
ঊর্দ্ধমাত্রা তথেন্দ্রানী মধ্যে নারায়ণী স্মৃতা চ ॥ ঝ ॥

**অর্থ ঃ** ত্রিকোণ কুণ্ডলী আকার বাম ও ডানে যুক্ত। হে প্রিয়ে! ক্রমানুযায়ী তথায় চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি অধিষ্ঠিত। তথায় ষোল রকম মাত্রা ব্রহ্মরূপী শক্তি (যুক্ত)। উপরের মাত্রা ইন্দ্রানী, মধ্যে (মাত্রা) নারায়ণী— স্মরণীয়। ঝ।

**বর্ণনা অনুসারে**— বাঁয়ে ও ডাইনে যুক্ত ত্রিকোণাকার কুণ্ডলী তিনটি মাত্রা বিশিষ্ট— উপরে, মধ্যে (ও ডাইনে)।

**তুলনা**—

এ রকমের ঝ, নাগরী বা নেওয়ারী লিপিতে নেই। তবে প্রাচীন চর্যা ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিতে 'ঝ'— এরকম-ই।

[**ভূতডামরে** শিবের বক্তব্য অনুসারে, এ বর্ণের দেবতা— "বলয়ামুখ'।]

**১০. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঞ'**।

সদা ঈশ্বরসংযুক্তং ঞকারং শৃণু সুন্দরি।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং যা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চ প্রাণাত্মকং সদা।
ত্রিশক্তি সহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা ॥

**অর্থ** ঃ হে সুন্দরি! সর্বদা ঈশ্বরযুক্ত ঞ-কার-এর কথা শোন। রক্ত-বিদ্যুতের লতার মত (আলোকময়) এ বর্ণ নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। পঞ্চদেবময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণযুক্ত। তিন শক্তিযুক্ত এ বর্ণ সর্বদা তিনটি বিন্দুযুক্ত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঞ'**।

কুণ্ডলীরূপমাস্থায় দক্ষতো বামতস্ততঃ।
ঋজুশ্চাধোগতা মাত্রা বামতঃ কুঞ্চিতা পুনঃ ॥
তিষ্ঠন্তি তাসু নিত্যাসু সূর্যেন্দ্রবরুণাঃ সদা।
কুণ্ডলীদ্বয়রূপা তু যা মাত্রা মধ্যতঃ স্থিতা ॥
মহাশক্তি স্বরূপা সা ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যতে ॥ ঞ ॥

**অর্থ** ঃ কুণ্ডলী রূপাকারে ডানে ও বামে প্রসারিত; খাড়াভাবে উপরে ও নিচেয় টানা রেখা (মাত্রা) পুনরায় বামে কোঁকড়া। তথায় সর্বদা সূর্য, ইন্দ্র ও বরুণের নিত্য অবস্থান। দুটো কুণ্ডলীরূপ মধ্যে অবস্থিত যে মাত্রা; সে ধ্যানস্থ মহাশক্তি বলে ব্যাখ্যাত। ঞ।

**বর্ণনা অনুসারে**— ডানে ও বাঁয়ে প্রসারিত খাড়াভাবে উপরে ও নিচেয় টানা রেখা, পুনরায় বামে বাঁকা। এ বর্ণের র'য়েছে দু'টো কুণ্ডলী (ডান পাশে)। এই হ'ল ঞ। ঞ— মাত্রাযুক্ত।

**তুলনা**—

এ ধরনের ঞ, নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে একেবারেই নেই। কিন্তু প্রাচীন চর্যা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও নেওয়ারী লিপির ঞ এ-রকম-ই।

[**ভূতডামরে** শিবের বচন অনুযায়ী আলোচ্য বর্ণের দেবতা— 'বিদ্যুৎমুখ'।]

**১১. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ট'**।

টকারং পরমেশানি স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।
কোটিবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥
পঞ্চপ্রাণযুতং বর্ণং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দু সহিতং সদা ॥

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! ট-কার স্বয়ং পরম কুণ্ডলিনী। কোটি বিদ্যুতের লতার মত (প্রভাময়) এ-বর্ণ সর্বদা পঞ্চদেবময়। পঞ্চপ্রাণযুক্ত বর্ণ ত্রিগুণান্বিত। ত্রিগুণযুক্ত এ-বর্ণ সর্বদা দ্বিবিন্দুযুক্ত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ট'।**

ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা কুণ্ডলী রূপতস্তধঃ।
তিষ্ঠন্তি তাসু নিত্যাসু কুবেরযমবায়বঃ ॥
মাত্রা কোণগতা চোর্দ্ধা তত ঊর্দ্ধগতা তু সা।
যা নিত্যা পরমা শক্তিশ্চতুর্বর্গ প্রদায়িনী ॥ ট ॥

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা (এবং) তার নিচের দিকে পুটুলি (কুণ্ডলী)। তথায় কুবের, যম ও বায়ু নিত্য অধিষ্ঠিত। কোণাকার মাত্রা উপরের (দিকে এবং) তারও উপরে প্রসারিত। যেখানে চতুর্বর্গ প্রদানকারী পরমা শক্তির নিত্য স্থিতি।

**বর্ণনা অনুসারে**— উপরে ও নিচেয় টানা রেখার নিচের অংশে পুটুলি। এ বর্ণে (নিচেয়) কোণাকাররূপী মাত্রা উপরে প্রসারিত এবং তারও উপরে রেখা টানা। এই হ'ল— ট।

**তুলনা**—

এ ধরনের ট, নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মৈথিলী লিপিতে এরকম ট-ই লাভ করা যায়।

[**ভূতডামরে** শিব-বচন অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'মহাজ্বালী'।]

**১২. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঠ'।**

ঠকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী।
পীতবিদ্যুল্লতাকারং সদা ত্রিগুণসংযুতম্ ॥
পঞ্চদেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
ত্রিবিন্দু সহিতং বর্ণং ত্রিশক্তি সহিতং সদা ॥

**অর্থ ঃ** হে চঞ্চলাক্ষি! ঠ-কার মোক্ষরূপী কুণ্ডলিনী। পীত বিদ্যুতের লতার মত (আভাময়) সর্বদা ত্রিগুণযুক্ত। পঞ্চদেবময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণময়। ত্রিবিন্দুযুক্ত বর্ণ সতত ত্রিশক্তিযুক্তও।

---

**পাঠান্তর ঃ** ৪. ত্রিগুণী সহিতং। —প্রা. তো.।
৫. দ্বিবিন্দু। —প্রা. তো।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঠ'।**

বার্ত্তাকুবর্ত্তুলাকারো রেখাধিষ্ঠিত দেবতাঃ।

তিষ্ঠন্তি ক্রমতো নিত্যং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ প্রিয়ে ॥

মাত্রাহীনস্তূর্দ্ধশিখষ্ঠ কারঃ পরমেশ্বরি ॥ ঠ ॥

**অর্থ ঃ** বেগুনের মত গোলাকার রেখা, (তথায়) দেবতা অধিষ্ঠিত। হে প্রিয়ে! (এ বর্ণে) চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি আনুক্রমিকভাবে নিত্য স্থিত। হে পরম ঈশ্বরি! মাত্রাহীন ঊর্ধ্ব শিখা (বিশিষ্ট) ঠ-কার।

**বর্ণনা অনুসারে**— ঠ-অক্ষর বেগুনের মত এবং উপরে শিখাবিশিষ্ট। এ বর্ণ মাত্রাহীন। (অধুনা এ বর্ণে মাত্রা দেয়া হ'য়ে থাকে।)

**তুলনা**—

এ ধরনের ঠ, নাগরী, নেওয়ারী, মৈথিলী লিপিতে নেই। প্রাচীন চর্যা লিপিতেও নয়। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপির সঙ্গে এর মিল আছে। ব্যতিক্রম শুধু মাত্রাতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঠ মাত্রাহীন নয়।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— "কপালী"।]

**১৩. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ড'।**

ডকারং চঞ্চলাপাঙ্গি সদা ত্রিগুণ সংযুতম্।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥

ত্রিশক্তি সহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দু সহিতং সদা।

চতুর্জ্ঞানময়ং বর্ণমাত্মা দ্বিতত্ত্বসংযুতম্।

পীতবিদ্যুল্লতাকারং ডকারং প্রণমাম্যহম্ ॥

**অর্থ ঃ** চঞ্চল নয়না ড-কার সর্বদা ত্রিগুণ-সংযুক্ত। পঞ্চদেবময় এ-বর্ণ সদা পঞ্চপ্রাণময় ॥ ত্রিশক্তিযুক্ত (আলোচ্য) বর্ণ সর্বদা ত্রিবিন্দুময়। এ বর্ণের আত্মা চারিজ্ঞানময়, দ্বিতত্ত্বযুক্ত। পীত বিদ্যুতের লতার মত ড-কারকে প্রণাম জানাই।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ড'**

ঊর্দ্ধঃ ক্রমতো রেখা মধ্যে আকুঞ্চিতা তথা।

লক্ষ্মীরবাণী ভবানী চ ক্রমশস্তত্র সংস্থিতা ॥

ব্রহ্ম রূপা তথা মাত্রা মহাশক্তি প্রকীর্ত্তিতা ॥ ড ॥

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা মধ্যে কোঁকড়া। তথায় লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ভবানী ক্রমানুসারে অবস্থিত। সেখানে মাত্রা ব্রহ্মরূপী মহাশক্তি রূপে কথিত। ড।

**বর্ণনা অনুসারে–** ড-এর আকার হ'ল; উপরে ও নিচেয় টানা রেখার মাঝ বরাবর কোঁকড়ানো ॥

**তুলনা—**

এ ধরনের ড; নাগরী, নেওয়ারী, মৈথিলী, চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে লক্ষণীয়। তবে 'বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে'র লিপি-বর্ণনাটি অন্যান্য বর্ণের লিপিরূপ বর্ণনার তুলনায় অপূর্ণ।

[**ভূতডামরে** শিবের মতানুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'ভীষণা'।]

**১৪. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ঢ'।**

ঢকারং পরমাবাব্যং যা স্বয়ং কুণ্ডলীপরা।
পঞ্চ দেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥
সদা ত্রিগুণসংযুক্তমাত্মা দ্বিতত্ত্বসংযুতম্।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ঢকারং প্রণমাম্যহম্ ॥

**অর্থ ঃ** পরম আরাধ্য ঢ-কার সর্বদা পরম কুণ্ডলিনী। পঞ্চ দেবাত্মা (রূপ) এ বর্ণ সদা পঞ্চপ্রাণময়। সর্বদা ত্রিগুণ ও আত্মা সংযুক্ত দ্বিতত্ত্বযুক্ত (ও)। রক্ত-বিদ্যুতের লতার মত ঢ-কারকে প্রণাম করি ॥

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ঢ'।**

ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা বামদক্ষিণতো গতা।
ততঃ সা কুণ্ডলীরূপা বিষ্ণ্বীশা ব্রহ্মরূপিণী ॥
মহাশক্তিময়ী মাত্রা ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যতে ॥ ঢ ॥

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা— বাম ও ডানে প্রসারিত। তারপর সে কুণ্ডলী আকারে। (এ-বর্ণ) বিষ্ণু, ঈশ্বর ও ব্রহ্মরূপী। মহাশক্তিময় মাত্রা ধ্যানস্থ রূপে ব্যাখ্যাত। ঢ।

**বর্ণনা অনুসারে—** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা বাঁ ও ডানে প্রসারিত এবং মাত্রাযুক্ত।

**তুলনা—**

এ ধরনের ঢ; নাগরী, নেওয়ারী, মৈথিলী প্রভৃতি কোন লিপিতেই পাওয়া যায় না। তবে চর্যা লিপির ঢ অনেকটা এ রকম-ই।

[**ভূতডামরে** শিব-বর্ণনা মতে আলোচ্য বর্ণের দেবতা— 'গুরু'।]

**১৫. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ণ'**।

ণকারং পরমেশানি যা স্বয়ং পরকুণ্ডলী।
পীতবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চপ্রাণময়ং দেবি সদা ত্রিগুণ সংযুতম্।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তম্ মহামোক্ষপ্রদায়কম্।

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! ণ-কার হ'ল স্বয়ং পরম কুণ্ডলিনী। পীত বিদ্যুতের লতার মত (আলোকময়), সর্বদা পঞ্চদেবযুক্ত। হে দেবি! পঞ্চপ্রাণপূর্ণ (এ বর্ণ) সর্বদা ত্রিগুণযুক্ত। (এবং) আত্মাদিতত্ত্ব যুক্ত, (এ বর্ণ) মহা মোক্ষদায়ক।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ণ'**।

কুণ্ডলীত্বগতা রেখা মধ্য তস্তত ঊর্দ্ধতঃ।
বামাদধোগতা সৈব পুনরূর্দ্ধংগতা প্রিয়ে॥
ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা সা চতুর্বর্গ ফলপ্রদা॥ ণ॥

**অর্থ ঃ** কুণ্ডলী রূপে মধ্যস্থান থেকে উপরের দিকে টানা রেখা; বাঁ দিকে নিম্নমুখী সেই রেখা পুনরায় উপরের দিকে প্রসারিত। (এ বর্ণ) ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ও বিষ্ণু রূপ। চতুর্বর্গ ফলদায়ক। ণ।

**বর্ণনা অনুসারে**— মধ্যস্থানে পুটুলি, ডান দিকে টানা রেখা নিচেয় এসে পুনরায় উপরে প্রসারিত। এই হ'ল— ণ।

**তুলনা**—

এধরনের ণ, নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। প্রাচীন চর্যা লিপিতেও নয়। তবে মৈথিলীর ণ— এরকম-ই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ণ-ও অনেকটা এরকম।

[**ভূতডামরে** শিব-বচন অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'প্রহারী'।]

**১৬. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ত'**।

তকারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরম-কুণ্ডলী।
পঞ্চদেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং তথা।[৬]
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং আত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্।
ত্রিবিন্দু সংযুতম্ বর্ণং পীত বিদ্যুৎসম প্রভম্॥

---

**পাঠান্তর ঃ** ৬. সদা। — শ. ক.।

**অর্থ ঃ** হে চঞ্চল নয়না! ত-কার স্বয়ং পরম কুণ্ডলিনী। পঞ্চদেবযুক্ত এ বর্ণ পঞ্চপ্রাণময়। ত্রি-শক্তিযুক্ত এ বর্ণ আত্মাদি তত্ত্ব সংযুক্ত। ত্রিবিন্দুযুক্ত (এ বর্ণ) পীত বিদ্যুতের মত প্রভাময়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ত'।**

আদৌ বিন্দুস্ততো মধ্যে কুণ্ডলীত্বমবাপ্যসা।
দক্ষাদ্বামগতা নিত্যা ব্রহ্মা বিষ্ণ্বীশ রূপিণী ॥ ত ॥

**অর্থ ঃ** আদিতে বিন্দু তারপর মধ্যে কুণ্ডলী রূপে সে বিস্তৃত। ডান থেকে বামে টানা (এ বর্ণ) নিত্য ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ঈশ্বররূপী। ত।

**বর্ণনা অনুসারে—** প্রথমে পুটুলি, তারপর ডান দিক থেকে বামে টানা রেখা। এই হ'ল— ত।

**তুলনা—**

এধরনের 'ত'; নাগরী, নেওয়ারী, উড়িয়া কিংবা চর্যালিপিতে নেই। তবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মৈথিলী ও অসমীয়া লিপির 'ত' এ রকম-ই।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— রৌরব'।]

**১৭. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'থ'।**

থকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দু সহিতম্ সদা ॥
পঞ্চ দেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা।
অরুণাদিত্য সঙ্কাশং থকারং প্রণমাম্যহম্ ॥[৭]

**অর্থ ঃ** চঞ্চল নয়না থ-কার মোক্ষরূপা কুণ্ডলিনী।
ত্রিশক্তিযুক্ত এ-বর্ণ সদা ত্রিবিন্দুযুক্ত (ও) ॥
পঞ্চদেবময় বর্ণটি সদাই পঞ্চপ্রাণাত্মক
তরুণ সূর্য সদৃশ থকারকে আমার প্রণাম ॥

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'থ'।**

কুঞ্চিতা কুণ্ডলী ভূত্বা বামাদ্দক্ষিণ তস্ততঃ।
বামতঃ কুঞ্চিতা ভূত্বা দক্ষাধো দক্ষতো গতা ॥
ঊর্দ্ধ ঋজ্বায়তা রেখা সুরা গঙ্গাদয়ঃ ক্রমাৎ।
বাণী ভবানী লক্ষ্মীশ্চ ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যতে ॥ থ ॥

---

টীকা ঃ ৭. শেষ পংক্তিদ্বয় 'প্রাণতোষিণী'তে নেই। এ দু'পংক্তি 'শব্দকল্পদ্রুম' থেকে নেয়া। – লেখক।

**অর্থ ঃ** পুটুলি রূপে কোঁকড়ানো, বাম ও ডানে টানা; বাঁ দিকে কোঁকড়া হ'য়ে নিচের থেকে ডাইনে প্রসারিত ॥ (তারপর) সোজা উপর দিকে টানা রেখা সুরা ও গঙ্গা (জল) ক্রমে; লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ভবানী; ধ্যানস্থ (রূপে) ব্যাখ্যাত। থ।

**বর্ণনা অনুসারে**— পুটুলি রূপে কোঁকড়া বামদিকে টেনে, তারপর ডানে নিচেয় টেনে— আবার ডান দিকেই উপরে টানা রেখাযুক্ত থ।

**তুলনা**—

এ ধরনের থ; নাগরী, নেওয়ারী, মৈথিলী, প্রাচীন চর্যা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও উড়িয়া লিপিতেও লক্ষ্য করা যায়।

[**ভূতডামরে** শিব-বচন অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'দণ্ডী' ॥]

**১৮. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'দ'।**

দকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্।

পঞ্চদেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥

ত্রিশক্তি সহিতং দেবি ত্রিবিন্দু সহিতং সদা।

আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।

রক্তবিদ্যুল্লতাকারং দকারং হৃদি ভাবয় ॥[৮]

**অর্থ ঃ** চারু দেহধারী দ-কার চারিবর্গ ফলদায়ক। পঞ্চদেবময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণময় ॥ (হে) দেবি! ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত সর্বদা আত্মাদি তত্ত্বযুক্ত নিজেই পরম কুলকুণ্ডলিনী রক্তবিদ্যুতের লতার মত দকার হৃদয়ে চিন্তনীয়।

**বর্ণনা অনুসারে**— (এ বর্ণের কোন বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যায় না। 'প্রাণতোষিণী' সংকলক এখানে বর্ণোদ্ধার তন্ত্রের কোন বক্তব্য উদ্ধার করেননি। বর্ণোদ্ধারে দ বর্ণের কোন বিবরণ আছে কি না সন্দেহ। মূলগ্রন্থ হাতে না পাওয়ায় সে-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়।)

[**ভূতডামরে** শিব-কথন অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'বলিতঃ']

---

টীকা ঃ ৮. এই শ্লোকের শেষ তিন লাইন 'প্রাণতোষিণী'তে নেই; 'শব্দ কল্পদ্রুম' এ আছো। প্রাণতোষিণীর প্রথম দু'লাইন সহ শ. ক. এর শেষ তিন লাইন একত্রে উদ্ধৃত হল–লেখক।

**১৯. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ধ'।**

[আলোচ্য তন্ত্রের এ বিষয়ক শ্লোকটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।]

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ধ'**

ত্রিকোণ রূপরেখায়াং ত্রয়ো দেবা বসন্তি চ।

বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা বামতাঃ স্কন্ধতঃ স্থিতা ॥ ধ ॥

**অর্থ ঃ** ত্রিকোণ অনুরূপ রেখাবদ্ধ (এ বর্ণে) ত্রি-দেবতার বসতি। বিশ্বের ঈশ্বরী ও বিশ্বমাতা (কালী; আদ্যাশক্তি রূপে বর্ণটির) বামস্কন্ধে স্থিত।

**বর্ণনা অনুসারে— 'ধ',** ত্রিভুজাকার এবং তার ঘাড়ে (আর একটি বক্ররেখা?)। ধ মাত্রাহীন।

**তুলনা—**

এ রকম ধ, নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। তবে প্রাচীন চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে র'য়েছে।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'শূলধৃক'।]

**২০. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ন'।**

নকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গিরক্তবিদ্যুল্লতাকৃতি।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥

পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং হৃদিভাবয় পার্ব্বতি।

**অর্থ ঃ** হে চারুদেহি! শোন। ন-কার রক্ত-বিদ্যুতের লতার মত (আভাময়)। পঞ্চদেবময় এ বর্ণ নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। হে পার্বতি! পঞ্চপ্রাণাত্মক এ বর্ণ হৃদয়ে চিন্তনীয়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ন'।**

বামতঃ কুণ্ডলী রেখা ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতঃ স্থিতা।

চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপা সা মাত্রা বাণী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ন ॥

**অর্থ ঃ** বাঁ দিকে কোঁকড়ানো রেখা; উপরে এবং নিচেয় প্রসারিত (স্থিত)।

(বর্ণটি) চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপী। মাত্রা সরস্বতী (নামে) খ্যাত। ন।

**বর্ণনা অনুসারে–** বাঁ দিকে কোঁকড়া রেখা উপরে ও নিচেয় টানা এবং মাত্রাযুক্ত। এই হ'ল— ন।

**তুলনা**—

এধরনের ন; নাগরী, নেওয়ারী, মৈথিলী, প্রাচীন চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে পাওয়া যায়।

[**ভূতডামরে** শিব-বর্ণনায় এ বর্ণের দেবতা— 'সিংহনাদী'।]

**২১. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'প'।**

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পকারাক্ষরমব্যয়ম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং শরচ্চন্দ্রময়প্রভং।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা ॥
ত্রিগুণসহিতং বর্ণম্ আত্মাদি তত্ত্বসংযুতম্ ॥
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি ॥

**অর্থ ঃ** অতঃপর অব্যয় প-কার অক্ষর (সম্পর্কে) ব'লছি। চতুর্বর্গ প্রদানকারী এ বর্ণ শরৎকালের চন্দ্রের মত আলোময়। পঞ্চদেবময় বর্ণ নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। পঞ্চপ্রাণময় এ বর্ণ সর্বদা ত্রিশক্তিযুক্ত। ত্রিগুণযুক্ত এ বর্ণ আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত। হে পার্বতি! মহামোক্ষ প্রদানকারী এ বর্ণ হৃদয়ে চিন্তনীয়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'প'।**

কুঞ্চিতা রামরেখায়াঃ কোণাদক্ষিণতোহপরা।
কুঞ্চিতা সা পি বিজ্ঞেয়া মাত্রা বামোদ্গতা তথা ॥
শম্ভূর্ব্রহ্মা ভগবতী ক্রমশস্তাসু তিষ্ঠতি ॥ প ॥

**অর্থ ঃ** বাঁম রেখা কোঁকড়ানো তারপর ডান দিকে কোণাকার। কোঁকড়া সেই রেখার বাম দিকে উঁচু মাত্রা জ্ঞাত। তথায় শম্ভূ, ব্রহ্মা ও ভগবতী ক্রমানুসারে স্থিত। প।

**বর্ণনা অনুসারে**— বাঁ পাশে দু'টি রেখা উপরে ও নিচেয় এবং ডান দিকে কোণাকার। উপরে মাত্রাযুক্ত। (এখানে উপরে-নিচেয় টানা ডান পাশের লম্বা রেখার উল্লেখ নেই— তা লক্ষণীয়)।

**তুলনা**—

এ ধরনের প; নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। তবে প্রাচীন চর্যালিপি ও কৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে লক্ষণীয়।

[**ভূতডামরে** শিবের কথা অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'কপর্দ্দী'।]

**২২. ক. কামধেনুতন্ত্রে— ফ।**

ফকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি রক্তবিদ্যুল্লতাসমম্।
চতুর্ব্বর্গ প্রদং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সদা ত্রিগুণ সংযুতম্।
আত্মাদিতত্ত্ব সংযুক্ত ত্রিবিন্দু সহিতং সদা ॥

**অর্থ ঃ** হে চারুদেহি! শোন। ফ-কার রক্ত-বিদ্যুতের লতার মত (প্রভাময়)। চতুর্বর্গ দানকারী এ বর্ণ পঞ্চদেবময়। পঞ্চপ্রাণময় এ বর্ণ সর্বদা ত্রিগুণযুক্ত। আত্মাদিতত্ত্বযুক্ত (এ বর্ণ) সতত ত্রিগুণান্বিত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ফ'**

বক্রা বামগতা রেখা ততোহধঃসঙ্গতা ভবেৎ।
তন্মাদূর্দ্ধগতা ভূত্বা (দক্ষমারভ্য) কুণ্ডলী ॥
ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ কুণ্ডলী ব্রহ্মরূপিণী।
মাত্রা বামাদ্দক্ষিণতো ক্রমশঃ পরিকীর্ত্তিতা।[৯] ॥ ফ ॥

**অর্থ ঃ** বাঁ দিকে টানা বাঁকা রেখা, তার নিচেয় যুক্ত; সেখান থেকে উপরের দিকে টানা ডাইনে কুণ্ডলীকৃত। ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুর (এই) কুণ্ডলী ব্রহ্মরূপী। বাঁ থেকে ডানে প্রসারিত মাত্রা ক্রমানুসারে শক্তিযুক্ত। ফ।

**বর্ণনা অনুসারে–** বাঁ দিকে টানা বাঁকা রেখা নিচেয় মোড় খেয়ে উপরে গিয়ে ডাইনে কোঁকড়ানো (এবং) মাত্রাযুক্ত।

**তুলনা—**

এরকম ফ, নাগরী লিপিতে নেই। নেওয়ারী লিপির ফ, অনেকটা এর কাছাকাছি। তবে প্রাচীন চর্যালিপির ফ-ই এরকম। মৈথিলীর ফ-ও প্রায় এক-ই রকম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপির ফ একটু আলাদা— তা উল্লেখযোগ্য।

[**ভূতডামরে** শিব-কথন অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'প্রলয়াগ্নি'।]

**২৩. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ব'।**

বকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্।
শরচ্চন্দ্র প্রতীকাশং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥
পঞ্চপ্রাণাত্মক বর্ণং ত্রিবিন্দু সহিতং সদা।

---

**পাঠান্তর ঃ** ৯. শক্তিরিরিতা — প্রা, তো.।

**অর্থ ঃ** হে চারুদেহি! শোন। ব-কার চতুর্বর্গ ফলদানকারী। (এ বর্ণ) শরৎকালের চন্দ্রের অনুরূপ (আভাময় এবং) পঞ্চদেবযুক্ত। পঞ্চপ্রাণাত্মক (এ) বর্ণ সর্বদা ত্রিবিন্দুযুক্ত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ব'**।

ত্রিকোণরূপিনী রেখা বিষ্ণ্বীশব্রহ্মরূপিনী।
মাহাশক্তিঃ পরাজ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং বিবিধামৃত লেপিতম্।
স্বয়ং কুণ্ডলিনীং দেবীং সততং প্রণমাম্যহম্।[১০]

**অর্থ ঃ** ত্রিকোণ রূপিনী রেখা (যুক্ত এ বর্ণ) বিষ্ণু, ঈশ্বর ও ব্রহ্মরূপী। মাত্রা পরাশক্তি রূপে জ্ঞেয় এবং ধ্যানস্বরূপে বিদ্যমান। ত্রিশক্তিযুক্ত এ বর্ণ বিবিধ (রকম) অমৃত প্রলেপিত। এ বর্ণে কুণ্ডলিনী দেবী নিজেই (স্থিত এবং) সর্বদাই আমার প্রণম্য।

**বর্ণনা অনুসারে— ব**-অক্ষর মাত্রাযুক্ত ত্রিকোণাকার। ব।

**তুলনা—**

এরকম ব, নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। মৈথিলীতেও নয়। কিন্তু প্রাচীন চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে এ ধরনের-ই ব বিদ্যমান।

[**ভূতডামরে** শিব-উক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'ভয়ঙ্করা'।]

**২৪. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ভ'**।

ভকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণং তরুণাদিত্যসপ্রভম্ ॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা।

**অর্থ ঃ** হে চারুদেহি! শোন। ভ-কার নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। এ বর্ণ মহামোক্ষদানকারী তরুণ সূর্যের মত প্রভাময়। পঞ্চপ্রাণময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চদেবময়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ভ'**।

ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা বামে বক্রা তু কুণ্ডলী।
পুনশ্চাধোগতা সৈব অন্ত ঊর্দ্ধগতা পুনঃ ॥
ব্রহ্মা শম্ভূশ্চ বিষ্ণুশ্চ ক্রমতস্তাসু তিষ্ঠতি।। ভ ॥

---

টীকা ঃ ১০. এ শ্লোকের শেষ দু'লাইন 'প্রাণতোষিণী'তে নেই। লাইন দু'টো 'শব্দকল্পদ্রুম' থেকে তুলে দেয়া হ'ল।

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা; বামে বাঁকা হ'য়ে কুণ্ডলীকৃত। পুনরায় সে রেখা নিম্নাভিমুখী হ'য়ে অতঃপর উপরের দিকে আবার টানা। (তথায় ঐ বর্ণে) ব্রহ্মা, সম্ভু ও বিষ্ণু আনুক্রমিকভাবে অবস্থিত।

**বর্ণনা অনুসারে—** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা বামে বাঁকা হ'য়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুনরায় সে রেখা আবার উপরের দিকে টানা। এই হল— ভ।

**তুলনা—**

এধরনের ভ, নাগরী ও নেওয়ারী লিপিতে নেই। চর্যালিপির ভ ও স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মৈথিলী লিপির সঙ্গে উক্ত ভ-এর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

[**ভূতডামরে** শিব-বর্ণনা অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'বহুরূপী'।]

**২৫. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ম'।**

মকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।
তরুণাদিত্য সঙ্কাশং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্ ॥
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।

**অর্থ ঃ** হে চারুদেহি! শোন। ম-কার নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। তরুণ সূর্যের মত সৌন্দর্যময় (এ বর্ণ) চারবর্গদানকারী। পঞ্চদেবময় বর্ণটি সতত পঞ্চপ্রাণময়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ম'।**

ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা চতুষ্কোণময়ী শুভা।
নারায়ণেশবিধয়স্তাসু তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥
মাত্রা কুণ্ডলিনী জ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে ॥ ম ॥

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা শুভ। চারকোণযুক্ত। নারায়ণ, শিব ও বিধি (বিষ্ণু?) তথায় নিত্য অধিষ্ঠিত। মাত্রা কুণ্ডলিনী রূপে জ্ঞাত ধ্যানস্থ রূপে দৃষ্ট।

**বর্ণনা অনুসারে—** উপর থেকে নিচেয় টানা রেখা (দ্বারা) চারকোণ (সৃষ্টিকারী) এ বর্ণ, মাত্রাযুক্ত। এই হল— ম।

**তুলনা—**

এধরনের ম; নাগরী, নেওয়ারী, প্রাচীন চর্যালিপি ও মৈথিলীতেও পাওয়া যায়।

[**ভূতডামরের** শিব-উক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'মহাকাল'।]

**২৬. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'য'।**

যকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুষ্কোণময়ং[১১] সদা[১২]।
পলালধূম সঙ্কাশং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা।
ত্রিশক্তি সহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং তথা।
প্রণমামি সদা বর্ণং মূর্ত্তিমন্মোমমব্যয়ম্ ॥[১৩]

**অর্থ ঃ** হে চারুদেহি! শোন। য-কার সর্বদা চারিবর্গময়। পলের ধোঁয়ার মত বিভাময় (এ বর্ণ) নিজেই কুণ্ডলিনী ॥ পঞ্চপ্রাণময় এ-বর্ণ সর্বদা পঞ্চদেবময়। (তাছাড়া) বর্ণটি ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত (ও)। (আলোচ্য) বর্ণকে সদাই প্রণাম করি, (যে) আমার মধ্যে মূর্তিমান ॥

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'য'।**

ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা ত্রিকোণাধোগতা হি সা।
বিধিরীশঃ কেশবশ্চ তাসু তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥
ঊর্দ্ধস্থিতা তু যা মাত্রা সা শক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
তস্য মধ্যগতারেখা বহ্নিরূপা হি সা স্মৃতা।
নির্গুণোহসৌ সদা বর্ণো ন কদাচিৎ গুণীভবেৎ [১৪] ॥ য ॥

**অর্থ ঃ** উপরে ও নিচেয় টানা রেখা ত্রিকোণাকার ও নিম্নমুখী। বিধি, ঈশ্বর ও কেশব তাতে নিত্য অবস্থিত। উপরে স্থিত যে মাত্রা, তা শক্তিরূপে কথিত। তার মধ্যস্থ রেখা অগ্নিরূপা তা স্মরণীয়। সে-বর্ণ, সর্বদা নির্গুণ; কখনও গুণময় হয় না। (এই হ'ল) য।

**বর্ণনা অনুসারে**— উপর থেকে নিচেয় টানা রেখা ত্রিকোণাকার এবং নিম্নমুখী হ'য়ে উপরে গিয়ে মাত্রাযুক্ত। মধ্যেও র'য়েছে একটি রেখা (?)।

**তুলনা**—

এধরনের য; নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী লিপিতে নেই। কিন্তু প্রাচীন চর্যালিপি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি এরকম-ই। তবে মাঝে কোন রেখা নেই। এটা কি ষ? অথবা য-এর লুপ্ত প্রাচীন রূপ?

[**ভূতডামরে** শিব-বচন অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'স্থিরাত্মা'।]

---

পাঠান্তর ঃ ১১. চতুর্ব্বর্ণময়ং। — প্রা. তো।
১২. শুভা। — শ. ক.।
১৩. নারায়ণেশ বিধয়স্তাসু। — শ. ক.।
১৪. শেষ তিন পংক্তির পরিবর্তে পাঠান্তরে নিম্নোক্ত পংক্তিটি বিদ্যমান। যথা– "মাত্রাকুণ্ডলিনী জ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে।" শ. ক.

**২৭. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'র'।**

রেফঞ্চ চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীদ্বয় সংযুতম্।

রক্তবিদ্যুল্লতাকারং, পঞ্চদেবাত্মকং সদা।

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিবিন্দু সহিতং সদা ॥

**অর্থ ঃ** হে চঞ্চল নয়নি! রেফ (র) হ'ল দুই পুটুলি-যুক্ত। রক্ত-বিদ্যুতের লতার মত (আভাময়); সর্বদা পঞ্চদেবযুক্ত। পঞ্চপ্রাণময় এ বর্ণ সতত ত্রিবিন্দুযুক্ত। (তেকোণাকার)।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'র'।**

দক্ষতঃ কুণ্ডলী রেখা বামাদ্দক্ষগতাপ্যধঃ।

পুনর্দ্দক্ষগতা রেখা ততোহধোগতা চোর্দ্ধতঃ ॥

ভবানী শঙ্করোবহ্নিস্তাসু তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ।

অর্দ্ধমাত্রা ব্রহ্মারূপা মহাশক্তি প্রকীর্ত্তিতা ॥ র ॥

**অর্থ ঃ** ডানদিকে কোঁকড়া রেখা, বাম ও ডানে টানার পর নিম্নমুখী (হ'য়ে) পুনরায় ডানে উঠে উক্ত রেখা নিম্নদিকে গিয়ে হ'য়েছে আবার উপরমুখী। ভবানী, শংকর ও অগ্নি তথায় নিত্য অবস্থিত। আধমাত্রা ব্রহ্মরূপ মহাশক্তি ব'লে কথিত।

**বর্ণনা-অনুসারে—** ডাইনে কোঁকড়া রেখা বাম ও ডানে টানার পর নিচের দিকে গিয়ে পুনরায় ডানে থেকেই উপরমুখী। (তারপর, ঐ -"রেখাটি নিম্নদিকে গিয়ে আবার হ'য়েছে উপরমুখী"- এর অর্থ কি? এক-ই বক্তব্য শ্লোকটির প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে র'য়েছে কেন— তা দুর্বোধ্য)।

**তুলনা—**

এ ধরনের র; নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী লিপিতে নেই। নাগরী ও মৈথিলী লিপির 'র' হুবহু এক; নেওয়ারীর র স্বতন্ত্র। প্রাচীন চর্যালিপি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি— বর্ণনার কাছাকাছি রূপে লক্ষণীয়।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'ক্ষতজ্যোতি'।]

**২৮. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ল'।**

লকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীত্রয় সংযুতম্।

পীতবিদ্যুল্লতাকারং সর্ব্বরত্নপ্রদায়কম্ ॥

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।

ত্রিশক্তি সহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দু সহিতং সদা ॥

আত্মাদিতত্ত্বসহিতং হৃদিভাবয় পার্ব্বতি।

**অর্থ ঃ** হে চঞ্চল নয়না! ল-কার ত্রিপুটুলিযুক্ত। পীত-বিদ্যুতের লতার মত (আলোময়); সর্বরত্নদানকারী। পঞ্চদেবযুক্ত এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণময়। ত্রিশক্তিযুক্ত বর্ণ সর্বদা ত্রিবিন্দুযুক্ত। হে পার্বতি! আত্মা-আদি তত্ত্বযুক্ত (এ বর্ণ) হৃদয়ে চিন্তনীয়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ল'**।

কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তা বাম্বাদ্দক্ষগতাত্ত্বধঃ।

পুনরূর্দ্ধগতারেখা তাসু নারায়ণঃ শিবঃ ॥

ব্রহ্মশক্তিশ্চ সন্তিষ্ঠেদ্ধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে ॥ ল ॥

**অর্থ ঃ** তিনটি পুটুলিযুক্ত, বাম ও ডান দিকে টানা (এবং তারপর) নিচের দিকে (গিয়ে) পুনরায় উপরের দিকে টানা রেখা, তাতে শিব ও নারায়ণ (স্থিত)। তথায় ব্রহ্মশক্তির ধ্যানস্থ অধিষ্ঠান দৃষ্ট (হয়)।

**বর্ণনা অনুসারে**— ত্রিভঙ্গ (ত্রিপুটুলি) যুক্ত বাঁ ও ডানে টানা রেখা; (তারপর) ডানে নিচের দিকে গিয়ে পুনরায় উপরে প্রসারিত। (মাত্রা হীন কি?)।

**তুলনা**—

এ ধরনের ল; নাগরী, মৈথিলী, চর্যালিপি কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে লক্ষণীয় নয়। তবে নেওয়ারীর ল এ-রকম-ই।

[**ভূতডামরে** শিব-উক্তি অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'বলভেদী']

**২৯. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ব'**।

বকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলী মোক্ষমধ্যয়ম্।

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তি সহিতং সদা ॥

ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণাত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পীতবিদ্যুল্লতাময়ম্ ॥

চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।

**অর্থ ঃ** হে চঞ্চল নয়না! ব-কার অব্যয়, মোক্ষরূপী পঞ্চপ্রাণময়। এ বর্ণ সর্বদা ত্রিশক্তি যুক্ত। ত্রিবিন্দুযুক্ত এ বর্ণ আত্মাদি তত্ত্বযুক্ত। পঞ্চদেবময় বর্ণ পীত বিদ্যুতের লতাময়। চতুর্বর্গদানকারী এ বর্ণ সর্বসিদ্ধি প্রদাতা।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ব'।**

কোণত্রয়যুতা রেখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
মায়াশক্তিঃ পরা নিত্যাধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে ॥ ব ॥

**অর্থ ঃ** তিনটি কোণযুক্ত রেখা (দ্বারা এ বর্ণ লিখিত) এবং ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবযুক্ত। পরম মায়াশক্তি (মাত্রা?) নিত্য ধ্যানময় (রূপে) দৃষ্ট (হয়)।

**বর্ণনা-অনুসারে–** ত্রিকোণাকার রেখা বেষ্টিত (ও মাত্রাযুক্ত) এ বর্ণ।

**তুলনা—**

(এ ধরনের ব সম্পর্কে পূর্ব বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

[**ভূতডামরে** শিবোক্ত অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'রক্তপট'।]

**৩০. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'শ'।**

শকারং পরমেশানি শৃণু বর্ণং শুচিস্মিতে।
রক্তবর্ণ প্রভাকারং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥
চতুর্ব্বর্গপ্রদং দেবি শকারং ব্রহ্মবিগ্রহম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং প্রিয়ে।
রত্নপঞ্চতমোদযুক্তং ত্রিবিন্দু সহিতং সদা।
ত্রিশক্তি সহিতং বর্ণমাত্মাদিতত্ত্ব সংযুতম্ ॥

**অর্থ ঃ** হে পরম ঈশানি! শোন। শ-কার বর্ণ (অত্যন্ত) পবিত্র হাস্যময়। রক্তবর্ণ প্রভাময় (এ বর্ণ) নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। হে দেবি! চতুর্বর্গ দানকারী শ-কার (স্বয়ং) ব্রহ্মমূর্তি। হে প্রিয়ে! পঞ্চদেবময় (এ বর্ণ) পঞ্চপ্রাণাত্মক। পঞ্চরত্নযুক্ত (এ বর্ণ) সর্বদা ত্রিবিন্দুযুক্ত। ত্রিশক্তি সমন্বিত এ বর্ণ আত্মাদি তত্ত্বযুক্ত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'শ'।**

চতুষ্কোণাত্মিকা রেখা বামদক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।
বহ্নীন্দ্রবিষ্ণবস্তাসু তিষ্ঠন্তি ক্রমতো সদা ॥
ঊর্দ্ধমাত্রা শক্তিরূপা মহালক্ষ্মীসমা স্মৃতা।
মাত্রা মধ্যগতা মাত্রা বাগ্‌দেবী সা পরা স্মৃতা ॥ শ ॥

**অর্থ ঃ** বাম থেকে ডান দিকে টানা চারকোণযুক্ত রেখা। অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু তথায় সর্বদা ক্রমানুসারে অধিষ্ঠিত। উপরের মাত্রা, মহালক্ষ্মীর মত শক্তিরূপা ব'লে স্মরণীয়। মধ্যস্থানের মাত্রা সরস্বতী রূপে স্মরণীয় ॥ শ ॥

**বর্ণনা অনুসারে**– বাঁ দিক থেকে ডাইনে টানা চার কোণাকার রেখা দ্বারা লিখিত এ বর্ণের উপরে মাত্রাযুক্ত। তাছাড়া, মধ্যস্থানেও আছে এক মধ্যমাত্রা(?)।

**তুলনা**—

এ ধরনের শ; নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী লিপিতে নেই। তবে প্রাচীন চর্যালিপিতে র'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ-কার অবশ্য অন্যরূপ। কিন্তু মধ্যস্থানের রেখা কি? তবে কি এটি ষ-এর অথবা শ-এর কোন প্রাচীন রূপের বর্ণনা?

পূর্বোক্ত 'য' ও এই শ', যে; 'ষ'-এর বিকল্প বর্ণনা নয় ; তার প্রমাণ, আলোচ্য বিবরণীতে আলাদাভাবে 'ষ'-এর বর্ণনা র'য়েছে। অতএব, এ দু'টো বর্ণ, অন্যান্য কয়েকটি বর্ণের মতই প্রাচীন ব'লে মনে করা যেতে পারে। তার একটি শিলালেখধৃত প্রমাণ পরে উল্লেখ করা হবে।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'চন্ডীশ']

**৩১. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ষ'**।

ষকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি অষ্টকোণময়ং সদা।
রক্তচন্দ্রপ্রতীকাশং স্বয়ং পরম কুণ্ডলী ॥
চতুর্ব্বর্গময়ং বর্ণং সুধা নির্মিত বিগ্রহম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং ত্রিশক্তি সহিতং সদা ॥
ত্রিবিন্দু সহিতং বর্ণমাত্রাদি তত্ত্বসংযুতম্।
সর্ব্বদেবময়ং বর্ণং হৃদিভাবয় পার্ব্বতি ॥

**অর্থ** ঃ হে চারুদেহি! শোন। ষ-কার সর্বদা অষ্টকোণ। রক্তচন্দ্রের মত উজ্জ্বল (এ বর্ণ) নিজেই পরম কুণ্ডলিনী। চতুর্বর্গযুক্ত, এ বর্ণের মূর্তি সুধা দ্বারা নির্মিত। পঞ্চদেবময় বর্ণ সর্বদা পঞ্চপ্রাণময়। সত্ত্ব রজঃ তমোযুক্ত (এ বর্ণ) সতত ত্রিশক্তিযুক্ত। ত্রিবিন্দুযুক্ত (আলোচ্য) বর্ণ আত্মা আদি তত্ত্বযুক্ত। হে পার্বতি! সর্বদেবময় এ বর্ণ হৃদয়ে চিন্তনীয়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'ষ'**।

কুঞ্চিতা বামতো দক্ষগতা চ গোকৃতিস্তধঃ।
পুনরূর্দ্ধগতা তাসু বহ্নিচন্দ্রদিবাকরাঃ ॥
মাত্রা ভবানী বিজ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে ॥

**অর্থ ঃ** বাম দিকে কোঁকড়া এবং ডাইনে টানা, নিচের দিকে গো(মুখা-) কৃতি বিশিষ্ট পুনরায় উপরের দিকে প্রসারিত( সেই রেখায়) অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য (অধিষ্ঠিত)। মাত্রা ধ্যানস্থ ভবানী (রূপে বিজ্ঞজনেরা) জ্ঞান করেন। ষ।

**বর্ণনা অনুসারে**— বাঁ থেকে ডাইনে টানা এবং নিচের দিকে প্রসারিত খাঁজকাটা (গোমুখাকৃতি) হ'য়ে আবার উপরে টানা আটকোণযুক্ত রেখাই ষ বর্ণ। বর্ণটি মাত্রাযুক্ত।

**তুলনা**—

এ রকম ষ, নাগরী লিপিতে নেই। তবে নেওয়ারী, মৈথিলী, চর্যালিপি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ষ অনেকটা উক্ত বর্ণনার-ই অনুরূপ।

[**ভূতডামরে** শিব-বক্তব্য অনুসারে এ বর্ণের দেবতা— 'জ্বলনধ্বজ'।]

**৩২. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'স'।**

সকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি শক্তিবীজং পরাৎপরাম্।
কোটিবিদ্যুল্লতাকারং কুণ্ডলীত্রয় সংযুতম্ ॥
পঞ্চদেবময়ং দেবি পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা।
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা ॥ স ॥

**অর্থ ঃ** হে চারুদেহি! শোন। স-কার পরাৎপর শক্তি বীজ। কোটি বিদ্যুতের লতার মত (এ বর্ণ) ত্রিকুণ্ডলীযুক্ত। হে দেবি! পঞ্চদেবময় (এ বর্ণ) সর্বদা পঞ্চপ্রাণপূর্ণ। (বর্ণটি) সতত সত্ত্ব, রজঃ তমোযুক্ত (এবং) ত্রিবিন্দু সমন্বিত।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'স'।**

কুঞ্চিতা বামতো দক্ষণতা চ গোকৃতিস্বধঃ।
পুনরূর্দ্ধাগতা তাসু বহ্নিচন্দ্রদিবাকরাঃ ॥
মাত্রা ভবানী বিজ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে ॥[২৫]

**অর্থ ঃ** বাঁ দিকে বাঁকানো ডাইনেও (কোঁকড়ানো) গোমুখাকৃতির মত নিম্নভাগ। পুনরায় ঊর্ধ্ব দিকে গমনকারী (এ বর্ণ) অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য সদৃশ। মাত্রা ধ্যানস্থা ভবানী রূপে জ্ঞাত।

[**ভূতডামরে** শিব-কথন অনুযায়ী এ-বর্ণের দেবতা— 'ধূম্রধ্বজ'।]

---

টীকা ঃ ২৫. এই শ্লোকটি 'প্রাণতোষিণী'তে নেই। এটি 'শব্দকল্পদ্রুম' থেকে উৎকলিত হ'ল। — লেখক।

**৩৩. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'হ'**।

হকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্।
কুণ্ডলীদ্বয়সংযুক্তং রক্তবিদ্যুল্লতোপমম্ ॥
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিশক্তি সহিতং সদা ॥
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি ॥

**অর্থ** ঃ হে চারুদেহি! শোন। হ-কার চতুর্বর্গ প্রদানকারী। দু'টি পুটুলিযুক্ত (এ বর্ণ) রক্ত- বিদ্যুতের লতার উপমা। সত্ত্ব রজঃ তমো-(গুণ)যুক্ত (বর্ণটি) সর্বদা পঞ্চদেবময়। পঞ্চপ্রাণাত্মক এ বর্ণ সতত ত্রিশক্তিযুক্ত। হে পার্বতি! ত্রিবিন্দুযুক্ত এ বর্ণ হৃদয়ে চিন্তনীয়।

**খ. বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে— 'হ'**।

উর্দ্ধাদাকুঞ্চিতা মধ্যে কুণ্ডলীত্বগতাস্তধঃ।
উর্দ্ধং গতা পুনঃ সৈব তাসু ব্রহ্মাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥
মাত্রা চ পার্ব্বতী জ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে ॥ হ ॥

**অর্থ** ঃ উপরে ও নিচেয় কোঁকড়া, মাঝে মোড়া (খেয়ে) নিম্নাভিমুখী; পুনরায় উপরের দিকে টানা সে-রেখায় ব্রহ্মাদি অনুক্রমে স্থিত। মাত্রা ও ধ্যানময় পার্বতী রূপে জ্ঞাতব্য।

**বর্ণনা অনুসারে**— উপরে ও নিচেয় কোঁকড়া, মাঝে মোড় খাওয়া (কুণ্ডলী) তারপর নিম্নমুখী। আবার সে-রেখা উপরের দিকে প্রসারিত (?)।

**তুলনা**—

এ ধরনের 'হ'; নাগরী, নেওয়ারী, মৈথিলী ও প্রাচীন চর্যালিপিতে দেখা যায় না। তবে এ বর্ণনার কাছাকাছি রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে ।

[**ভূতডামরে** শিবোক্তি অনুযায়ী এ বর্ণের দেবতা— 'ব্যোমবক্ত্র'।]

**৩৪. ক. কামধেনুতন্ত্রে— 'ক্ষ'**।

ক্ষকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি কুণ্ডলীত্রয় সংযুতম্।
চতুর্ব্বর্গময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিশক্তি সহিতং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণ মাত্রাদিতত্ত্ব সংযুতম্ ॥
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং হৃদি ভাবয় সুন্দরি ॥ ক্ষ ॥

**অর্থ ঃ** হে চারুদেহি! শোন। ক্ষ-কার তিনটি পুটুলিযুক্ত। চতুর্বর্গময় এ বর্ণ সর্বদা পঞ্চদেবময়। পঞ্চপ্রাণপূর্ণ এ বর্ণ সতত ত্রি-শক্তি সমন্বিত। ত্রিবিন্দুযুক্ত এ বর্ণ মাত্রাদি তত্ত্বযুক্ত। হে সুন্দরি! শরৎকালের চাঁদের মত উজ্জ্বল (এ বর্ণকে) হৃদয়ে চিন্তনীয়।

**বর্ণনা অনুসারে**— ক্ষ-কার ত্রিবিন্দু বা তিনটি পুটুলিযুক্ত; আর আছে একটি মাত্রা। (বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ সন্দেহ নেই)।

**তুলনা**—

এ ধরনের ক্ষ একমাত্র মৈথিলী লিপি ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন লিপিতে দেখা যায় না। ১৪৩৯ সালের পূর্বোক্ত 'শারদা তিলক'-এ লিখিত ক্ষ হুবহু এক-ই রকম নয়। তবে এ ধরনের ক্ষ-এর কাছাকাছি রূপ ১৭৭৩ সালে লিখিত একটি হাতের লেখা 'বর্ণমালা'র তালিকায় পাওয়া যায়। তা থেকে ধারণা হয়, বাঙালায় প্রচলিত আধুনিক ক্ষ বর্ণটির প্রচলন রূপ খুব প্রাচীন নয়।

'যাহোক, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি থেকে দেখা যায়, 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্র', 'কামধেনুতন্ত্র', 'শারদা তিলক', 'ভূতডামর' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত অক্ষরসমূহ কোন্ ভাষার 'অক্ষর' সে কথা একবারও জানানো না হ'লেও , ওগুলো যে, বাঙালা লিপিই তা আকৃতিগত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়। অতএব, 'ললিতবিস্তরে' বর্ণিত 'বঙ্গলিপি'-ই যে, 'বর্ণোদ্ধার' ও 'কামধেনুতন্ত্রে'র অনামা লিপি— তা বলা চলে। তাই সকল অনুমান ও কল্পনার অবসান ঘটিয়ে স্বীকার ক'রতে বাধা নেই যে, ঐ সব সংস্কৃত গ্রন্থে 'বাঙালা' লিপির কথাই বলা হ'য়েছে, অন্য কোন লিপির নয়। তাছাড়া, পূর্বোক্ত গ্রন্থবর্ণিত লিপি-আকৃতির তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখা যায়— নাগরী লিপির সঙ্গে 'বাঙালা' লিপির প্রায় কোন সম্পর্কই নেই। প্রাচীন চর্যা, মৈথিলী, নেওয়ারী, আসামী ও কৃষ্ণকীর্তন-এর লিপির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। তবে, 'শারদা তিলক' ও কৃষ্ণকীর্তন'-এর ধারাই 'বাঙালা'–লিপির মূল ধারা। 'বর্ণোদ্ধার' ও 'কামধেনুতন্ত্রে' বর্ণিত লিপির আকার, এই ধারার-ই পূর্ববর্তী প্রাচীন রূপ। তবে কত প্রাচীন তা আলোচনা-সাপেক্ষ।

পরবর্তী আলোচনায় সে-বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে।

# বাঙালা-লিপি বা 'বঙ্গাক্ষরে'র বর্ণত্ব (Colour) ও তার ব্যাখ্যা

এবার 'অক্ষর' (Letter) কেন 'বর্ণ' (Colour) ও তার ব্যাখ্যা কি, সে-বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। এ সম্পর্কে মরহুম নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ছাড়া, আর কেউ আলোচনা ক'রেছেন বলে জানা নেই। মরহুম সুফিয়ান তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন— "----পাণিনিতে এমন কিছুর-ই উল্লেখ নাই যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, তাঁহার কালে 'লেখা' প্রচলিত ছিল। 'অক্ষর' শব্দের তখনও প্রচলন হয় নাই। তখন অক্ষরকে বলা হইত বর্ণ। আজও প্রথম অক্ষর-পরিচয়কে 'বর্ণ-পরিচয়' বলা হয়। বর্ণ আট (?) রং হইতে পারে। বিভিন্ন অক্ষর, বর্ণ কিরূপে হইল, তাহা ভাবিতে গেলেই এই অনুমান না করিয়া উপায় নাই যে, বিভিন্ন দৃশ্যমান রং যেমন বর্ণ, বিভিন্ন শ্রুত শব্দও তেমনি বর্ণ— এক বর্ণের আবেদন চোখের ভিতর দিয়া, অপর বর্ণের আবেদন কানের ভিতর দিয়া। এই কানের ভিতর দিয়া আবেদনের ফলে যে বর্ণ-পরিচয় সম্ভব তাহা লিখিত অক্ষর নয়, উচ্চারিত শব্দ। লিখিত অক্ষরের আবেদন চোখের ভিতর দিয়া— তাহা বর্ণ হইতে পারে না। চিত্র হইলেও হইতে পারে।" লেখকের এসব কথা গ্রহণযোগ্য নয়, তা পূর্বোক্ত 'কামধেনুতন্ত্রে'- লিখিত, অক্ষরের রঙ্ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট। এ তন্ত্রানুযায়ী অক্ষরের বর্ণত্ব বিশেষ বিশেষ বিষয়ের রঙ্ বা Colour-ই, অন্য কিছু নয়। নিম্নে বাঙালা লিপির প্রত্যেকটি অক্ষরসাপেক্ষে, সেগুলোর স্ব স্ব রঙ্ বা সৌন্দর্যবিভার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল। যথা-

**ক. স্বরবর্ণে—**

১. অ। কামধেনু-তন্ত্রে এ-অক্ষরটির রঙের কথা বলতে গিয়ে বলা হ'য়েছে যে, 'অ'-অক্ষর "শরৎ কালের চাঁদের মত স্নিগ্ধ" রঙের।

২. আ। এ অক্ষরের রঙ্-বর্ণনায় ঐ তন্ত্রের বক্তব্য— 'আ'-অক্ষরটি' "শঙ্খজ্যোতির মত বা শংখের উজ্জ্বল আভার সদৃশ"।

৩. ই। আলোচ্য অক্ষরের বর্ণ-বিভা বা রঙ্ হ'ল— ঐ তন্ত্রানুযায়ী- "কুসুমের মত সুন্দর"।

৪. ঈ। এ-অক্ষরের রঙ্ ঐ তন্ত্রমতে— "বিজলীর মত আলোকময়"।

৫. উ। আলোচ্য অক্ষরের বর্ণ-সৌন্দর্য ঐ তন্ত্রের বিবরণ-অনুসারে, — "পীত রঙের চাঁপা ফুল সদৃশ"।

৬. ঊ। আলোচ্য অক্ষরের রঙ্ সম্পর্কে 'কামধেনুতন্ত্রে' বলা হ'য়েছে, অক্ষরটি "শঙ্খ-কুন্দ পুষ্পের মত জ্যোতির্ময়"।। এক-ই শ্লোকে পুনরায় একে "পীত বিদ্যুতের লতার মত"ও বলা হ'য়েছে।

৭। ঋ। এ-অক্ষরের রঙ্-নির্দেশকালে এ তন্ত্রের উক্তি— এটি একটি "রক্তবর্ণ-বিদ্যুতের লতার (চম্‌কানির) মত"।

৮. ঋৃ। এ-অক্ষরের রঙ্ সম্পর্কে ঐ তন্ত্রকার লিখেছেন— আলোচ্য 'বর্ণ'- "পীত বিজলীর চমকানির মত মনোহর"।

৯. ৯। আলোচ্য অক্ষরের রঙ্ সম্পর্কেও এ তন্ত্রে এক-ই কথা বলা হ'য়েছে। জানানো হ'য়েছে যে, এ-অক্ষরটির রঙ্ ও "পীত বিজলীর চমকানির মত আভাময়।"

১০. ৯ৃ। পরবর্তী ৯ৃ-অক্ষরের বর্ণ-ব্যাখ্যায় ঐ তন্ত্রের উক্তি— এটি "পূর্ণ চাঁদের মতই আলোকময়।"

১১. এ। আলোচ্য অক্ষরের রঙ্-রূপ আলাদা। সে-বিষয়ে 'কামধেনুতন্ত্রের' বক্তব্য হ'ল- এ-অক্ষরের রঙ্ —"রঙিনী কুসুমের (?) মত সুন্দর"।

১২. ঐ। আলোচ্য অক্ষরটির বর্ণ সৌন্দর্য স্বতন্ত্র। পূর্বোক্ত তন্ত্রে এর যে-রঙের উল্লেখ করা হ'য়েছে, তা হ'ল এটি "কোটি চাঁদের মত আভাময়।"

১৩. ও। এই অক্ষরটির রঙ্ উক্ত তন্ত্র-লেখকের বিবরণ অনুসারে—"রক্তময় বিজলীর চমকের মত।"

১৪. ঔ। এ-অক্ষরের বর্ণ-বিভাও 'কামধেনুতন্ত্র' অনুযায়ী ঐ রূপ; অর্থাৎ "রক্তবিদ্যুতের লতার মত।"

১৫. অং। পরবর্তী অং-অক্ষরের রঙ্-এর পরিচয় দিতে গিয়ে তন্ত্রকার ব'লেছেন— আলোচ্য অক্ষরটি "পীত বিজলী-চমকানির মত আভাময়"।

১৬. অঃ। আলোচ্য অক্ষরটির রঙ্ সম্পর্কে ঐ তন্ত্রে বলা হ'য়েছে যে, এ-অক্ষরের বর্ণ-বৈভব "রক্তবিদ্যুতের মত মনোহর।"

এমনিভাবে স্বরবর্ণের মত ব্যঞ্জণবর্ণসমূহেরও প্রতিটির-ই এক একটি নির্দিষ্ট রঙ্ বা colour-এর ফিরিস্তি দেয়া হ'য়েছে। 'কামধেনু-তন্ত্রে' বাঙালা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিটির যে যে রঙ্-রূপের বর্ণনা দেয়া হ'য়েছে, তা এবার উল্লেখ করা হবে।

**খ. ব্যঞ্জনবর্ণে—**

১. ক। 'কামধেনুতন্ত্রে' আলোচ্য অক্ষরটির বিচিত্র বর্ণ-সৌন্দর্যের কথা বলা হ'য়েছে। জানানো হ'য়েছে যে, এ-অক্ষরের বাঁ-পাশের রেখা 'জবা ফুলের মত'; ডান-পাশের রেখা 'শরৎকালের চাঁদের মত, নিচের রেখা 'মহা মরকতের জ্যোতির অনুরূপ'; মাত্রা হ'ল— 'শঙ্খ-কুন্দ ফুলের মত', সামনে আঁকশিও 'কোটি বিদ্যুতের

লতার অনুরূপ', আর মাঝখানের শূন্যস্থান 'কোটি চন্দ্র সদৃশ'।--- এই স্থানটিকে "বিশেষ মণ্ডল"– নামে আখ্যা দান ক'রে, তার রঙ্ 'জবা, আলতা ও সিঁদুরের মত'ও বলা হ'য়েছে।

২. খ, গ, ঘ এবং ঙ অক্ষরসমূহের বর্ণ-সৌন্দর্যের উল্লেখ প্রাপ্ত তথ্যে অনুপস্থিত।

৩. চ। তবে এ-অক্ষরের রঙ্-রূপ সম্পর্কে 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে' বলা হ'য়েছে, এ-অক্ষরে "সূর্য-চন্দ্র ও অগ্নি স্থিত" বিধায় চ-অক্ষরের রঙ্ ঐরূপ মনে করাই উচিত।

৪. ছ। এ-অক্ষরের রঙ্-রূপও প্রাপ্ত তথ্যে অনুপস্থিত।

৫. জ। কিন্তু জ-এর বর্ণরূপ সম্পর্কে বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে বলা হ'য়েছে— এটি 'শরৎকালের চাঁদের মত উজ্জ্বল।'

৬. ঝ। আলোচ্য অক্ষরের রঙ্ বা বর্ণ সম্পর্কে 'কামধেনুতন্ত্রে' বলা হ'য়েছে— এ অক্ষরটি "রক্ত-বিদ্যুতের লতার মত।"

৭. ঞ। আলোচ্য অক্ষরটিরও বর্ণবিভা সম্পর্কে ঐ তন্ত্রে বলা হ'য়েছে, এ-অক্ষরের রঙ্ও "রক্তবিদ্যুতের লতার অনুরূপ আলোকময়"।

৮. ট। আলোচ্য অক্ষরের রঙ্-রূপ জানাতে 'কামধেনুতন্ত্রে' প্রায় এক-ই ভাষায় বলা হ'য়েছে— ট-অক্ষরটি "কোটি বিদ্যুতের চম্‌কানির মত আলোকময়।"

৯. ঠ। এ-অক্ষরের বর্ণ-সৌন্দর্য সম্পর্কে ঐ তন্ত্রে লেখা হ'য়েছে— এটি "পীতবিদ্যুতের লতার মত প্রভাময়?"

১০. ড। ড ও ঢ-অক্ষরের বর্ণবিভা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে কোন উল্লেখ নেই।

১১. ণ। এ-অক্ষরের বর্ণকান্তি সম্পর্কে 'কামধেনুতন্ত্রে' বলা হ'য়েছে, এটি "পীত বিজলীর চমকের মত আলোকময়।"

১২. ত। আলোচ্য অক্ষরের রঙ্ও 'কামধেনুতন্ত্র' অনুযায়ী "পীত-বিদ্যুতের লতার অনুরূপ আভাময়।"

১৩. থ। থ, দ এবং ধ-অক্ষরের বর্ণ শোভা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে কোন উল্লেখ নেই।

১৪. ন। এ-অক্ষরের বর্ণ সম্পর্কে ঐ তন্ত্রে বলা হ'য়েছে— এর রূপ "রক্তবিদ্যুতের চমকের মত সুন্দর"।

১৫. প। আলোচ্য অক্ষরটির বর্ণ উক্ত তন্ত্রের বর্ণনা মতে— "শরৎকালের চাঁদের মত স্নিগ্ধ আলোকময়।"

১৬. ফ। ফ-অক্ষরের রঙ্ সম্পর্কে ঐ তন্ত্রকার লিখেছেন যে, এটি "রক্তবিদ্যুতের লতার মত"।

১৭. ব। এ-অক্ষরের রঙ্ সম্পর্কে কথিত তন্ত্রের উক্তি— এটি "শরৎকালের চাঁদের মত আভাময়"।

১৮. ড। আলোচ্য অক্ষরের রঙ্ নির্দেশ ক'রতে 'কামধেনুতন্ত্রে' বলা হ'য়েছে যে, এ অক্ষরটির রঙ্ "তরুণ সূর্যের মত"।

১৯. ম। এ-অক্ষরের রঙ্ উক্ত তন্ত্রের বক্তব্য অনুসারে— "তরুণ সূর্যের মত সুন্দর।"

২০. য। আলোচ্য অক্ষরের রঙের পরিচয় একটু আলাদা। সে-বিষয়ে 'কামধেনুতন্ত্রে' বলা হ'য়েছে, এ-অক্ষরটি "পলাল ধূমের মত আভাময়।"

২১. র। এ-অক্ষরের রঙ্ সম্পর্কে ঐ তন্ত্রে লেখা হ'য়েছে যে, — এটির রঙ্ বা বর্ণ "রক্তবিজলীর রেখার মত উজ্জ্বল।"

২২. ল। আলোচ্য অক্ষরের বর্ণবিভা সম্পর্কে ঐ তন্ত্রে বলা হ'য়েছে যে, এটির রঙ্ "পীত বিদ্যুতের লতার মত কান্তিময়।"

২৩. ব। পরবর্তী ব-অক্ষরের বর্ণ সম্পর্কে কামধেনুতন্ত্রে বলা হ'য়েছে যে, এ অক্ষরটিও "পীত বিজলীর লতার অনুরূপ।"

২৪. শ। এ-অক্ষরের রঙ্ হ'ল— ঐ তন্ত্রের তথ্য অনুযায়ী "রক্তবর্ণের প্রভাময়।"

২৫. ষ। ষ-অক্ষরের রঙ্ সম্পর্কে উক্ত তন্ত্রে বলা হ'য়েছে— এটি "রক্তময় চাঁদের অনুরূপ উজ্জ্বল ও প্রভাময়।"

২৬. স। আলোচ্য অক্ষরের রঙ সম্পর্কে ঐ তন্ত্রকার ব'লেছেন— এ-অক্ষরটি "কোটি বিজলীর মত আলোকময়।"

২৭. হ। আলোচ্য অক্ষরের রঙ্ সম্পর্কে 'কামধেনুতন্ত্রে'র লেখক ব'লেছেন— অক্ষরটি "রক্তবিদ্যুতের লতার মতই আভাময়।"

২৮. ক্ষ। এটির রঙ্ হ'ল— ঐ তন্ত্র অনুসারে "শরৎকালের চাঁদের মত বিভাময়"।

বাঙালা অক্ষরের এই 'বর্ণ' বা 'রঙ্' রহস্যময় কল্পনাজাত তা সত্য। তবে এর সাথে যোগী ও তান্ত্রিকদের বর্ণ-ধ্যানের সম্পর্ক আছে। ঐ সব সাধক ষট্-চক্র ভেদকালে প্রত্যেকটি অক্ষরের যখন যে-ধ্যান করেন, তখন সে-সময়ে তাঁরা ঐ সব জ্যোতির্ময় অক্ষর–দেহ দর্শন করেন। এই রঙ্-দর্শন ধ্যান-যোগে সাধকের অক্ষরের আকারদর্শন এবং সেগুলোর অধিপতি পূর্বোক্ত দেবদেবীর শরীর-দর্শনও বটে। অতএব, অক্ষরের 'বর্ণতত্ত্ব' দেবদেবী সাপেক্ষ, ধ্যান-নির্ভর সাধন-ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এর সঙ্গে অক্ষর শেখার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সাধারণ লোকে ঐ সব তত্ত্ব-তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকায় 'বর্ণ'কে তাঁরা 'অক্ষর'-শব্দের বিকল্প ব'লে মনে করেন। তাঁরা সেজন্য 'অক্ষরমালা' ও

'বর্ণমালা'কে অভিন্ন ভেবে থাকেন। অতএব, 'বর্ণ' শব্দটি অধুনা অক্ষর-শব্দের বিকল্প ও সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হ'লেও, আদিতে যে তা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হ'ত, সেকথা এখন স্বীকার করা আবশ্যক।

আধুনিক 'সিলেবল্' বা 'ফোনিম্'-এর সঙ্গেও তাই প্রাচীন 'অক্ষর' বা 'বর্ণের' কোন সম্পর্ক নেই।

## 'বর্ণোদ্ধার' ও 'কামধেনুতন্ত্রে' বর্ণিত 'বাঙালা' লিপির প্রাচীনত্ব-বিচার

বাঙালা হরফের প্রাচীনতা নিয়ে এ-যাবৎ ইউরোপীয় ও ভারতীয় বাঙালী-অবাঙালী লেখকদের যে মতামত প্রকাশিত হ'য়েছে, তার মোটামুটি সার কথা হ'ল, একাদশ-দ্বাদশ শতকে 'বঙ্গাক্ষরে'র উদ্ভব। অবাঙালী লিপিতত্ত্ববিদ্ গৌরী শঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা হিন্দী ভাষায় লিখিত "প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা" গ্রন্থে ব'লেছেন— "খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পাল বংশীয় রাজা বিজয় পালের [সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেনের] দেওপাড়া লেখ-এর মধ্যে এ, খ, ঞ, ত, ম, র, ল, এবং স-বর্ণের নাগরী থেকে কিছুটা আকৃতি-বৈষম্য চোখে পড়ে। কামরূপের রাজা বৈদ্য দেবের দানপত্র, আসামে প্রাপ্ত বল্লভেন্দ্রের দানপত্র এবং হস্রাকোলের লেখ-এর প্রত্যেকটি বর্ণকে নাগরী লিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কেবল অ, ই, ঈ, ঋ, এ, ঐ, খ, ঘ, ঝ, ঞ, ট, থ, প, ফ, র, শ এবং ষ-বর্ণে কিছু পার্থক্য পাওয়া যাবে। এ প্রকারে লিপিশৈলীর ক্রমশঃ পরিবর্তন হ'তে হ'তে বর্তমান বাঙালা লিপির উদ্ভব হয়েছে।" এক-ই রকম কথা ব'লেছেন— ইউরোপীয় লিপিতত্ত্ববিদ্ ব্যূহ্লারও। তাঁরও অভিমত "খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ভারতীয় নাগরী লিপি হ'তে ক্রমশঃ "বঙ্গাক্ষরে"র সৃষ্টি হয়।

কিন্তু পূর্বেই বলা হ'য়েছে— 'নাগরী লিপি থেকে বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি নয়'। এ-মতের প্রথম প্রকাশক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালা লিপির উৎপত্তিকাল নির্দেশ ক'রতে তিনি লিখেছেন— "In the twelfth century we come across a number of historical events----In this century we find that completion of the development of the modern Bengali script with exceptions of a few letters----।" কিন্তু ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এসব কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ ক'রতে পারেননি। তিনি, 'নাগরী লিপি থেকে বাঙালা লিপির উৎপত্তি নয়'– রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ -অভিমত সমর্থন ক'রলেও, 'বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনত্ব' সম্পর্কে তাঁর

মতে সায় দেন নি। ড. সেন এ-ব্যাপারে সঠিক কোন সময় নির্দেশ না ক'রলেও বাঙালা লিপি কত প্রাচীন, তার একটি ইঙ্গিত দিতে "ললিতবিস্তর" নামক একখানি বৌদ্ধ জীবনী গ্রন্থ- (গৌতম বুদ্ধের) এর উল্লেখ ক'রে লিখেছেন— "যদি ললিতবিস্তর-এর প্রমাণ গণ্য করা যায়, তবে ২২০০ বৎসর পূর্বেও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল।"

বলা দরকার যে, হিউয়েন সাঙ্-এর মত অনুযায়ী বুদ্ধদেবের জন্ম ৮৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। আর 'ললিত বিস্তর' তার এক হাজার বছর পরবর্তী রচনা। তাহ'লে, ললিতবিস্তর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লিখিত হয় ব'লে ধারণা করা যায়। গৌতম বুদ্ধের জীবৎকালে, বিশেষ করে, তাঁর শিশুকালেও যে, লিপির প্রচলন ছিল, তা তাঁর ধর্মোপদেশমূলক কথোপকথন, যা 'শীল' নামে পরিচিত, তাতেও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান জানিয়েছেন— '৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সংকলিত ঐ সব "শীলে"র একটিতে 'অক্ষরিকা' নামে একটি খেলার উল্লেখ আছে।' কিন্তু সেই অক্ষরিকা'র অক্ষর 'বাঙালা' ছিল কি না, তা জানা যায় না। তবে আবু সুফিয়ান লিখেছেন— "ক্রমে ক্রমে তিনি (গৌতম বুদ্ধ) ৪৫টি বর্ণের পরিচয় লাভ করেন। বর্ণগুলি সবই আজিকার দিনের বাঙ্গলা লিপিতেও ব্যবহৃত হয়।" এ-বক্তব্য অত্যন্ত কৌতুকাবহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু লেখক ললিতবিস্তরের ঐ সব বর্ণের কোন বিবরণ দেননি। সেজন্য তাঁর বক্তব্য কতটা সঠিক তা বলার উপায় নেই। এ-থেকে অনেকটা দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়, 'ললিতবিস্তরে'র ঐ ৪৫টি বর্ণ, পরবর্তীকালের বাঙালা পঞ্চাশ বর্ণের ভিত্তি। অতিরিক্ত পাঁচটি বর্ণ উত্তরকালে সংযোজিত এবং নাগরী থেকে গৃহীত।

একথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান-এর একথাও স্বীকার করা দরকার যে, — "বুদ্ধ যে- অক্ষর শিশুকালেই শিখিয়াছিলেন, তাহা সেই কালেই সৃষ্ট হয় নাই। তাহা হয়তো আরো অনেক পূর্বের।" এ-প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক আলোকপাত করার মত কোন উপাদান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে পূর্বে আলোচিত সাংখ্য-যোগী-তান্ত্রিকদের ধর্মসাধনা ও শাস্ত্রীয় সূত্রে ঐ প্রাচীনত্বের কিছু অনুমান করা যেতে পারে। সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রমত ও সম্প্রদায় যে, অতি প্রাচীন — অর্থাৎ বৌদ্ধ ও জৈনমত অপেক্ষাও প্রাচীন তা বিদ্বানগণ স্বীকার করেন। এ মতের আদি ভূমি এ-উপমহাদেশে কিংবা এর বাইরের কোন দেশে, যেখানেই হোক, দ্রাবিড়েরাই যে আলোচ্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের এককালীন প্রতিনিধি ছিল, তা স্বীকার করা যেতে পারে। 'বঙ্গ' শব্দটি 'দ্রাবিড়' বলেই আমার মনে হয়। এ-শব্দের ব্যবহার কেবল গৌড় অঞ্চলে সীমিত ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। অল্পকাল আগে,

রাজস্থান এলাকায় উৎখননের সাহায্যে 'কালীবঙ্গান্'ও 'রঙ্গপুর' নামক দুটি প্রাচীন জনবসতি আবিষ্কৃত হ'য়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, মহেন্‌জোদাড়োর সভ্যতা আর্যপূর্ব ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা। তাদের সঙ্গে 'বঙ্গ'-'পুন্ড্রবর্ধন' এলাকার সম্পর্ক নানা-সূত্রেই পাওয়া যায়। এর একটির কথা পূর্বেই বলা হ'য়েছে। তা হ'ল— ধোপাদের মধ্যে প্রচলিত চিহ্ন বা লিপির সঙ্গে মহেন্‌জোদাড়োর লিপির সম্পর্ক। এ-ছাড়া, মহেন্‌জোদাড়োর অধিবাসী ও পুন্ড্রবর্ধন বা পাহাড়পুরের অধিবাসীরাও যে, এক-ই রকম লেখন বা সীলমোহর অংকনের উপাদান ব্যবহার ক'রত, সে-সম্পর্কে মরহুম সুফিয়ানও উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি লিখেছেন— "নরম কাদার উপর ছাপ দিয়া লিখিবার রীতিও যে ভারতে ছিল, তাহা মহেনজোদাড়ো ও পাহাড়পুর হইতে প্রাপ্ত সীলমোহর দেওয়া কাদার চাক্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।" তৃতীয় যে-তথ্যটি মহেন্‌জোদাড়োর সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ-পুন্ড্রবর্ধন এলাকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করার প্রমাণ; তাহ'ল উভয় এলাকার জনগোষ্ঠিতে মাতৃতন্ত্রের উপস্থিতি। স্যার মার্টিমার হুইলার ও দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একথা অসংশয়ে ব'লেছেন যে, মহেন্‌জোদাড়োর জনসমাজ ছিল 'মাতৃতান্ত্রিক' এবং সেজন্য তাদের ধর্ম-জীবনেও মাতৃমূর্তির পূজার্চনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ সমাজে দেবতা 'আন্' অপেক্ষা, দেবী 'অম্মা'-রই প্রাধান্য ছিল। এই 'আন্ এবং 'অম্মা'কে সহজেই পূর্ব ভারতের বা 'বঙ্গে'র প্রধান অনআর্য দেব-দেবী 'শিব' ও 'পার্বতী'র অভিন্ন সংস্করণ ব'লে গ্রহণ করা যায়। বঙ্গ ও মহেন্‌জোদাড়োর যোগাযোগের চতুর্থ প্রমাণ হিসেবে, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লিখিত 'মনসাপূজার' প্রসঙ্গে মহেন্‌জোদাড়োর উল্লেখের কথা বলা যায়। তিনি লিখেছেন— "মহেন্‌জোদাড়োতে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে ৫০০০ বৎসর পূর্বেও সাধারণ লোকে অশ্বত্থ গাছ ও নানা প্রকারের জন্তু ও লিঙ্গপূজা করিত। এই ধর্ম আজও পর্যন্ত অন্তঃসলিলার ন্যায় ভারতে (এবং বাঙ্গালায়ও) চলিতেছে। এ-রকম সম্পর্ক ড. নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ উল্লেখ ক'রেছেন। তার একটি হ'ল, মৎস্যাহার। বাঙালী ও মহেন্‌জোদাড়োর অধিবাসী,— উভয় জনগোষ্ঠীই মৎস্যাহারী। কিন্তু আর্যরা ছিল এর বিরোধী। এ-সব সাক্ষ্য থেকে বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসীরা যে দ্রাবিড় ছিল এবং তাদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, তা স্বীকার্য। ঐ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মাতৃকা পূজা বা শক্তি-পূজার সূত্রেই আদি বাঙালা লিপির উৎপত্তি ব'লে স্বীকার করা সংগত। তবে 'বঙ্গ-পুন্ড্রবর্ধন' থেকে শুরু ক'রে মহেন্‌জোদাড়ো-হরপ্পা পর্যন্ত বিশাল এলাকায় যদি এক-ই দ্রাবিড় মাতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী ও মাতৃকা পূজার্চনার ব্যবস্থা বিস্তার লাভ ক'রেও থাকে, তথাপি একথা হয়তো বলা ঠিক হবে না যে, এই বিশাল এলাকায় এক-ই

লিপি প্রচলিত ছিল। সেই লিপির নাম 'দ্রাবিড় লিপি' বা 'বঙ্গলিপি' যা-ই দেওয়া হোক না কেন। কারণ 'দ্রাবিড়'-লিপি ও 'বঙ্গ'লিপির স্বতন্ত্র উল্লেখ ললিতবিস্তরে দেখা যায়। তাই 'বঙ্গ' শব্দটি দ্রাবিড়-পূর্ব 'অস্ট্রিক' এবং 'বঙ্গ' 'লিপিও যদি তাদের-ই দ্বারা আবিষ্কৃত ও লিখিত হ'ত বলে কেউ প্রমাণ দিতে সমর্থ হন, তবে তাতেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। বাঙালা লিপির উৎস এতই প্রাচীন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এবার যে তিনটি সংস্কৃত পুস্তক 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্র' 'কামধেনুতন্ত্র' ও 'ভূতডামর'-এর সাহায্যে বাঙালা বর্ণমালার প্রাচীন আকার ও চরিত্রের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে, সেগুলোর কাল নির্ণয় করা হবে। দেখা হবে, ঐ তিনটি রচনা কতটা আধুনিক বা কতটা প্রাচীন এবং ও-গুলোয় বর্ণিত হরফ-ই বা কত পুরানো।

প্রথমতঃ এ-কথা স্বীকার্য যে, 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্র', 'কামধেনুতন্ত্র' ও 'ভূতডামর'-এর রচনাকাল-নির্ণয়ের কোন উপায় নেই। কারণ এগুলোর মূল কপি এখন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ তন্ত্র-সাহিত্যের কোন কালানুক্রমিক ধারাবাহিক ইতিহাসও কেউ লেখেননি। এ বিষয়ে স্যার আর্থার অ্যাভেলন বা স্যার জন উড্রফ যা কিছু লিখেছেন, তা এদেশে অত্যন্ত দুর্লভ। তাই ঐ তিনটি রচনা কত আধুনিক বা কত প্রাচীন, তা রচনাকাল অনুসারে নির্ণয় করার উপায় নেই। সেজন্য অন্যভাবে এই কাল-নির্ণয় সমস্যার সমাধানের কিছু চেষ্টা করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

ইতোপূর্বে বলা হ'য়েছে, 'হিন্দুতন্ত্র' আধুনিক এবং 'বৌদ্ধতন্ত্র' তার পূর্ববর্তী। তার অর্থ, পাল আমলের অর্থাৎ মোটামুটিভাবে অষ্টম থেকে দশম শতক পর্যন্ত গৌড়-বঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের যুগ ছিল । এ-আমলের রাজা ও সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য ছিল এবং ধর্মকৃত্য ছিল তান্ত্রিক। বৌদ্ধ তন্ত্রধর্ম ও তন্ত্রসাহিত্য, এ-যুগেই রচিত, পঠিত এবং আলোচিত হ'ত। পরবর্তী সেন আমলে অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শতকে 'হিন্দুতন্ত্রে'র উদ্ভব হয়। বৌদ্ধতন্ত্রমত আত্তীকৃত ক'রেই 'হিন্দু তন্ত্রে'র প্রতিষ্ঠা। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এ-সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন। হিন্দুতন্ত্র-সাহিত্য ও সাধনা এই যুগের-ই সৃষ্টি। 'বর্ণোদ্ধার তন্ত্র' ও 'কামধেনুতন্ত্রে' তার কিছু ছাপ আছে। 'ভূতডামর' রচনাটি একখানি বৌদ্ধ রচনা ব'লে মনে হয়। পুস্তকটি বৌদ্ধ 'হাড়মালা' 'সাধনমালা'র সমসাময়িক কিংবা তা থেকেও প্রাচীন হওয়া সম্ভব। যতটা মনে হয়, উক্ত রচনাত্রয় বৌদ্ধযুগের বা পাল আমলের-ই রচনা। কিন্তু তাতে আরও প্রাচীন কালের উপাদান বিদ্যমান। কাজেই রচনা তিনটি হিন্দুযুগে দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান রূপ লাভ ক'রেও যদি থাকে, তথাপি, বর্ণিত বিষয়বস্তু তো বটেই, এমনকি, মূল বর্ণনাই যে পাল বা পাল-পূর্ব

আমলের হওয়া সম্ভব, তার একটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। সেটি হল— 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে' বিবৃত 'য'-এর আকার। তন্ত্রোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী, অন্তঃস্থ 'য',— "উপর থেকে নিচেয় টানা রেখা দ্বারা ত্রিকোণাকার এবং নিম্নমুখী হ'য়ে উপরে গিয়ে মাত্রাযুক্ত। মধ্যেও রয়েছে একটি রেখা।" তার অর্থ, বর্ণোদ্ধারতন্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী 'য'— ষ-আকারের; দু'ভাগে বিভক্ত।

দশ-বারো বছর আগে, যখন আমি প্রথম এই রচনার অনুবাদ করি, তখন "মধ্যে র'য়েছে একটি রেখা" লিখে বাক্যটির শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে লিখি, এরকম 'খ' নাগরী, নেওয়ারী ও মৈথিলী লিপিতে নেই। কিন্তু চর্যার ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে আছে। তবে মাঝে কোন রেখা নেই। এটা কি 'ষ'? অথবা য-এর লুপ্ত প্রাচীন রূপ? (এ রচনায় আলোচিত বর্ণোদ্ধারতন্ত্রের ছাব্বিশ সংখ্যক ব্যঞ্জনবর্ণের মূল সংস্কৃত শ্লোক, তার তর্জমা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য) বিষয়টি যে খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ তা তখন বুঝতে পারিনি। এই বর্ণনা আসলেই কতটা গুরুত্বের দাবিদার তা অনুধাবনের জন্য লিপিতত্ত্ববিদ্ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'দি অরিজিন অব বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট' পুস্তকে 'য'-অক্ষর সম্পর্কে যা লিখেছেন তার উল্লেখ করা যায়। তাঁর বই থেকে জানা যায়, 'উদয়পুর শিলালিপি' আবিষ্কৃত হওয়ার পর, ড. ব্যূহ্লার লেখেন ৬৫৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত এই শিলালিপি থেকে য-এর তিনভাগে বিভক্ত যে-রূপ দেখা যায়, তার আরও প্রাচীন নমুনা বিদ্যমান। এ রকম 'য', ৬০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত শিবরাজ-এর 'পড়িয়া কেল্লার লিপি' ও ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'মুণ্ডেশ্বরী লিপিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধ গয়ায় প্রাপ্ত ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত শিলালিপিতে র'য়েছে – 'য'-এর দ্বিভাগে বিভক্ত রূপ।" তাহ'লে, 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে' লিখিত য-এর দ্বিভাগে বিভক্ত আকারের অপরিচিত রূপটি কত প্রাচীন তা এ থেকে প্রমাণিত হয়।

অধিকন্তু এ কথাও স্বীকার ক'রতে হয় যে, আদি 'য', ছিল মধ্যরেখাযুক্ত; দ্বিভাগে বিভক্ত। পরে তা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে এসে সে-রূপের আবার বদল ঘটে এবং বর্ণটি প্রায় চতুষ্কোণ রূপ ধারণ করে। ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'শারদাতিলক'-এর 'য'-এর এ-রকম রূপ-ই দেখা যায়। (পূর্বে প্রদত্ত চিত্র-ক ও গ দ্রষ্টব্য)। অতএব, আমাদের উপস্থাপিত তথ্য যে, শিলালিপির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য— তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়— বাঙালা লিপির প্রাচীনত্ব বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষাও প্রাচীন এবং 'ললিতবিস্তরে' এ-লিপির উল্লেখ নির্ভরযোগ্য। এ লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে উৎপন্ন নয়; বরং তা থেকেও প্রাচীন কিংবা সম-সাময়িক। 'তন্ত্র-সাহিত্য' আমাদের এই সন্ধান দেওয়ায় আমরা তান্ত্রিকদের নিকট ঋণী।